শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা।

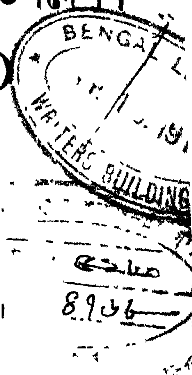
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাঁচশত উপদেশ।

(প্রথম খণ্ড)

—o:o—

তৃতীয় সংস্করণ।

—o—



"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥"

"সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥"

—o:o—

সেবক—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার।

ঢাকুরিয়া গ্রাম ও পোঃ, ২৪ পরগণা।

১৫ই ভাদ্র, ১৩২২ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের

একটীমাত্র উপদেশে

যাঁহার জীবন মুহূর্ত্ত মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তিত

হইয়াছিল, যিনি দীনতা ও নিরভিমানিতার

আদর্শ-মূর্ত্তি স্বরূপ আজীবন পূজা

পাইয়াছেন, এখনও পাইতেছেন,

এবং চিরদিনই পাইবেন,

সেই একনিষ্ঠ,

সরল শিশুহৃদয়, জীববৎসল, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব,

ঢাকা—দেওভোগ নিবাসী, স্বর্গীয় মহাত্মা,

সাধু—দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতি-কল্পে এই গ্রন্থখানি

উৎসৃষ্ট হইল।

নিবেদন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে—'গীতা' শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্রমান্বয়ে দশবার 'গীতা' কথাটী উচ্চারণ করিলেই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে;—অর্থাৎ 'গীতা' তখন 'ত্যাগী'-রূপে উচ্চারিত হয়। 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা' যাঁহারা যথাযথ অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, গীতার মর্ম্মার্থ ও শিক্ষা, একমাত্র—'ত্যাগ'। এইজন্য উক্ত গীতাকে কেহ কেহ 'পারমহংস-সংহিতা' কহিয়া থাকেন। পরমহংস অবস্থা ত্যাগীর শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ঐ অবস্থায় যদি কিছু পাঠ্য থাকে, তবে তাহা—'গীতা'। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মুমুক্ষু ও মুক্তজীবের পক্ষে 'গীতা'ই একমাত্র পাঠ্য-শাস্ত্র।

'গীতা' কি? উহা মোহবদ্ধ জীবকে, প্রকৃত জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান প্রদানের জন্য ভগবদ্বাক্য বা উপদেশ। সংসার ও বিষয়াসক্ত জীবের উদ্ধারের জন্য, ভগবান্ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এইরূপ উপদেশ প্রদানে বদ্ধজীবকে মুক্তির পথে লইয়া গিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার শিক্ষাপ্রদ জীবন ও উপদেশ দ্বারা জগতে যে কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও প্রেম জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহা এখন আর সাধারণ সমক্ষে বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, সমগ্র জগৎ অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য বা উপদেষ্টারূপে ইতিপূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার উপদেশে বদ্ধজীব—মুক্তজীবে পরিণত হইতেছে, ইহা জানিয়া, দেখিয়া, বুঝিয়া, ও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, এই পুস্তকের নাম "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা" রাখিলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিপ্রাপ্ত শিষ্যবর্গ, তাঁহার অমূল্য উপদেশরাজি বিবিধ পুস্তকাকারে অকাতরে জগতজীবকে বিলাইতেছেন। তাঁহাদের এই অহেতুক-কৃপা জগতের যে কি মহোপকার সাধন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 'গীতা' প্রণয়নকালে আমি সেই সকল গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য লইয়াছি এবং অপরাপর সহৃদয় ভক্তজনের নিকট হইতেও বিবিধ উপদেশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।

এক একটী বিষয়ে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় বিভাগে একস্থানে সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়াছি। ইহা

ব্যতীত আমাদিগের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এবং ইংরাজী 'বাইবেল' ও 'ইমিটেসন্ অব্ ক্রাইষ্ট' পুস্তক হইতে রামকৃষ্ণ-দেবের উক্তির সম শ্লোক, উক্তি ও বাক্যাদি 'ফুটনোট' দ্বারা এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি। এই গীতা সম্পাদন বিষয়ে আমার পরমার্থ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলে, ভবিষ্যৎ সংস্করণ আরও নূতনত্বে ও নূতনতত্ত্বে পূর্ণ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি। } শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত
৮ই ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল। } বিনীত— গ্রন্থকার।

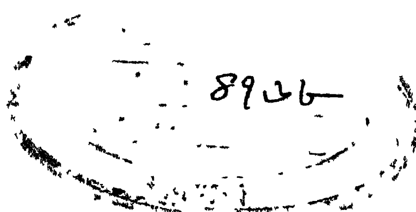
তৃতীয় সংস্করণের কথা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২০ সালের ২৫শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই নূতন নূতন উপদেশ এবং সমবাক্যাদি সংযোজিত হইয়াছে।

গীতার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যাঁহারা উপকৃত হইবেন, তাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকখানি পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না। দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ঢাকুরিয়া গ্রাম ও পোঃ
২৪ পরগণা।
জন্মাষ্টমী, ১৩২২ সাল।

বিনীত প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার।



সূচীপত্র।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা।

(অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ)

—:০:—

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

১। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সৃষ্টি হয়েছে।

২। সৃষ্টি অনাদি, অর্থাৎ অনন্তকাল ধ'রে চ'লে আসছে।

৩। ভগবান নিজেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া অবলম্বন ক'রে জীব জগৎ ইত্যাদি সমস্ত হয়েছেন, নিত্য থেকে লীলায় এসেছেন।

৪। চোর চোর খেলায় যে বুড়ী সাজে, খেলা যদি চলে—তবে তার খুব আনন্দ হয়, ভগবানও সেইরূপ সৃষ্টির মধ্যে লীলারূপে নানা আনন্দ উপভোগ করচেন।

৫। বুড়ীকে যদি সবাই ছুঁয়ে ফেলে, তবে খেলায় আর তত আনন্দ হয় না, তেমনি এই সৃষ্টি যদি ঈশ্বরে

লয় হয়—লীলাভাব থেকে নিত্যে পরিণত হয়, তা হ'লে যা কিছু দেখচো, শুনচো, উপভোগ করচো—এ সব আর কিছুই থাকেনা।

৬। ভগবান নিজেই এই সৃষ্টির আধার এবং আধেয়। যেমন মাকড়সা তার নিজের ভিতর থেকে জাল বার ক'রে, আবার সেই জালেই থাকে, তেমনি ঈশ্বর এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রে, এরই মধ্যে রয়েছেন। *

* "ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং) চ ত্যং (অমূর্ত্তং) চ অভবৎ।"
(তৈত্তিঃ ২।৬।১)

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ব্রহ্মাপ্যয়ম্॥" (শ্বেতঃ ৬।১০)

"আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।৫)

"যথোর্ণনাভি হৃদয়দূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ।
তথা বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২১)

৭। যখন মহাপ্রলয় হয়---জগৎ নাশ হয়, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির বীজ ভগবান কুড়িয়ে রাখেন, অর্থাৎ বীজস্বরূপে এই সৃষ্টির সব রকম ভাব তাঁতেই নিহিত থাকে। ইচ্ছা হলেই আবার সৃষ্টি করেন।

৮। বাড়ীর গিন্নিদের কাছে যেমন এক একটা হাড়ি থাকে, তাতে নাউ-বিচি, শশা-বিচি, কুমড়া-বিচি, নীলবড়ী, সমুদ্রের ফেণা ইত্যাদি নানা রকম জিনিস থাকে, দরকারের সময় বার করে, সেই রকম ঈশ্বরের ভিতর বীজরূপে সব রকম জিনিসই আছে, যখন দরকার বোঝেন তখন বার করেন। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টি প্রকাশ পাচ্চে। *

৯। ঈশ্বরের সৃষ্টি অনন্ত রকমের। কত শত

* "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ। তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি তদিদমপি এতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ।

(বৃহঃ অঃ ১।৪।৭)

রকমের জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি যে আছে, তার কোনওরূপ ইতি করা যায় না।

১০। তাঁর সৃষ্টির সব জিনিসই অনন্ত ভাব নির্দ্দেশ করচে। মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, সাধু আছে, অসাধু আছে, সংসারী বদ্ধ জীব আছে, আবার ভক্ত ও মুক্ত পুরুষও আছে। জন্তুদের মধ্যে শান্ত শিষ্ট ভাল জানোয়ারও আছে, আবার বাঘের মত হিংস্র জন্তুও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয়—এমন আছে, আবার বিষফল হয়—এমনও রয়েছে।

ঈশ্বর নিরূপণ।

১১। কর্ত্তা ছাড়া কখনও কর্ম্ম হতে পারে না; সুতরাং এই সৃষ্টির কেউ না কেউ কর্ত্তা আছেন। তাঁকেই ঈশ্বর বলা যায়।

১২। নিবিড় বনের মধ্যে একটী দেবমূর্ত্তি দেখলে, মনে হয় যে, নিশ্চয়ই উহা কেউ নির্ম্মাণ করেছে, সেইরূপ এই বিশ্ব দর্শন ক'রে মনে হয় যে, নিশ্চয়ই এর কেউ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন।

১৩। একজন একটী বাগানে বেড়াতে গিয়ে দেখলে যে, কোথাও আম, কোথাও জাম, কোথাও নিচু প্রভৃতি গাছের সার রয়েছে; কোথাও নানা রকম ফুল ফুটে সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করছে, পিঁজরার মধ্যে বাঘ, ভালুক রয়েছে, খাঁচায় নানা রকমের পাখী গান করচে, নানা রকমের পুতুল, পরী, স্থানে স্থানে সাজান রয়েছে। এ সব দেখে, কি মনে হবে না যে, এ গুলির একজন মালিক আছে? সেই রকম এই

বিশ্বোদ্যান দেখে মনে হয় যে, এ সবই সেই ভগবানের হাতের গড়া, কিছুই আপনাআপনি হয়নি।

১৪। রাত্রে আকাশে তারা দেখা যায়, কিন্তু দিনের বেলায় দেখতে পাওয়া যায় না ব'লে কি বল্‌বে যে, আকাশে তারা নাই! সেই রকম মনে করামাত্র ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায় না ব'লে কি বল্‌বে যে, ঈশ্বর নাই!

১৫। দুধে মাখন আছে, ছোট ছেলে তা বুঝতে পারে না। তবে কি দুধে মাখন নাই বলবে? মাখন আছে কিনা সেটা কাজ ক'রে বুঝতে হবে। দুধকে দই ক'রে, পরে মাখন তুলতে হবে। সেইরূপ এই সৃষ্টি মন্থন করলে ঈশ্বররূপ মাখন পাওয়া যায়। *

১৬। সমুদ্রে অতলস্পর্শ জল। তার মধ্যে কি আছে, কি নাই, তাহা কেউ বলতে পারে না। যদি

* "ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।১৬)

কারও জানবার দরকার হয়, তবে তাকে ব্যাকুল হ'য়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকতে হয়, তা হলে সময়ে সময়ে বড় বড় মাছ, নানা রকমের জলজন্তু ও আরও কত কি দেখতে পাবে। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন কি না—তা জানবার জন্য যে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করে, সে-ই তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম আভাস পেয়ে থাকে।

ঈশ্বরের স্বরূপ—সগুণ ও নিগুর্ণ।

১৭। ভগবানের দুইটী রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা, সাক্ষী-স্বরূপ, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়; আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হ'য়ে কার্য্য করেন, তখন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা যায়। *

১৮। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি—অর্থাৎ বাস্তবিকই তিনি গুণ-বর্জ্জিত অথবা সকল গুণের

---

* "ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥
ময়্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥"

কৈবল্যোপনিষৎ (১৭।১৮)

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" (গীতা ১৫।১৭)

"মায়োপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি-গুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বরঃ।

(বেং সাঃ ১৩)

আকর তিনি, এ তত্ত্ব নিরূপণ করতে কে পারে! তিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ, এবং তিনিই গুণাতীত। *

১৯। ভগবানের স্বরূপের (অবস্থার) ইতি করা যায় না। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। তাঁর সব ভাব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, কি ছোট ভাবটাও পারে না।

২০। নির্গুণ ব্রহ্মও যে বস্তু, সগুণ ঈশ্বরও সেই বস্তু; যেমন আমি এক সময়ে দিগম্বর, আবার এক সময়ে সাম্বর। †

২১। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হতে পারে না, ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হয়।

* "নৈব চিন্ত্যং ন বাঽচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্তমেব চ।
পক্ষপাত বিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"
(ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ২।১)

† ওঁ অহং রুদ্রোভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণেভো বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
(দেবীসূক্ত)

২২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভগবানের চিন্তা করে, সেই বুঝতে পারে যে, তাঁর স্বরূপ কি। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপী গিরগিটির নানা রং—কখন হলদে, কখন সবুজ, কখন লাল, আবার কখনও কোন রং নাই। ভগবানও সেই রকম, তিনি নানাভাবে, নানারূপে, তাঁর ভক্তদেব দেখা দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর কোনও খোঁজ খবর রাখে না, তারাই তাঁর স্বরূপ নিয়ে তর্ক ঝগড়া করে। *

২৩। কয়েকজন অন্ধ হাতী দেখতে গিয়েছিল। কেউ হাতীর পায়ে হাত দিয়ে বল্লে, হাতী থামের মত। কেউ কাণে হাত দিয়ে বল্লে, হাতী কুলোর মত। কেউ শুঁড়ে হাত দিয়ে বল্লে, হাতী মোটা লাঠির মত। কেউ পেটে হাত দিয়ে বল্লে, হাতী জালার মত। তারা

* বিনেয়ং জনমাসাস্থ তত্র তত্র তথাগতৈঃ।
বহুরূপা ত্বমেবৈকা নানা নামভিরীড্যসে॥

(প্রজ্ঞাপরিমিতাসূত্রম্)

বিষম তর্ক লাগিয়ে দিলে। এমন সময়ে একজন চোকওয়ালা—যে হাতী দেখেছে, সে বল্লে, তোমরা কেন ঝগড়া কচ্চো? তোমরা কেউ হাতী দেখ নি। হাতী থামের মত নয়, তার পা থামের মত। হাতী কুলোর মত নয়, তার কাণ কুলোর মত, হাতী লাঠির মত নয়, তার শুঁড় লাঠির মত। হাতী জালার মত নয়, তার পেট জালার মত। এই সব একত্র করলে যা হয়, তারই নাম হাতী। এমনি, ভগবান সম্বন্ধেও—তিনি যে কিরূপ, যে দেখেছে, সেই বলতে পারে। তাঁর স্বরূপ নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়।

নিত্য ও লীলা।

২৪। নিত্য—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, আর জগৎলীলা।

২৫। যাঁরই নিত্য—তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা—তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই এই সমস্ত জীব জগৎ ইত্যাদি হয়েছেন।

২৬। লীলা অবলম্বন না করলে ঈশ্বরের নিত্য ভাব বোঝবার কোনও উপায় নাই।

২৭। নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য। লীলা ধরে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে যেতে হয়। মহাকারণে এলেই লয়—অর্থাৎ সব চুপ, আর কোনও কথা চলে না। আবার সেখান থেকে ক্রমে, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে আসতে হয়।

২৮। জীবের যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা। তুরীয় অবস্থায় পৌঁছিলে আর কোনও হুঁস নাই—তথায় লয় হয়। তুরীয় থেকে আবার ক্রমে ক্রমে জাগ্রত অবস্থায় এসে পড়ে।

২৯। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রেই উঠে, আবার তাতেই লয় পায়, অনন্ত চিৎ-সাগরে সেই রকম এই সমস্ত লীলা উঠছে, আবার তাতেই লয় হচ্ছে।

৩০। যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে বিচার দ্বারা তাঁকে ধরতে হয়, তাঁকে পেলে তখন দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি, সকলই তিনি। *

৩১। একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি, এ সব যদি আলাদা করা যায়, আর পরে যদি একজন জানতে চায় যে, বেলটা ওজনে কত, তা হলে শুধু শাঁসটা ওজন করলে চলবে না, খোলা, বিচিও নিতে হবে। বিচার করলে, শাঁসটাই সার, খোলা বিচি

* "নেতিনেতীতি দেহাদীনপোহ্যাত্মানশেষিতঃ।
নির্ব্বিশেষাত্মভানার্থং তেনাবিদ্যানিবর্ত্তিতা॥
(উপদেশসাহস্রী—১।১৭)

"প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ নেতিনেতীতি শেষিতম্।
ইদং নাহমিদং নাহমিত্যদ্ধা প্রতিপদ্যতে॥" (ঐ—২১)

অসার; কিন্তু যে সত্ত্বায় শাঁস, সেই সত্ত্বাতেই খোলা ও বিচির উৎপত্তি। সম্পূর্ণ বেল বুঝতে হলে, খোলা ও বিচি ফেলবার যো নাই। সেইরূপ ঈশ্বরই সার বস্তু, কিন্তু তাঁকে পূর্ণরূপে বুঝতে হলে—সৃষ্টি, জীব, জগৎও তাঁর সঙ্গে নিতে হবে।

৩২। কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাঝে যেতে হয়, আবার মাঝ থেকে ক্রমে খোলার পর খোলায় এলে সম্পূর্ণ গাছের জ্ঞান উপলব্ধি হয়। সেইরূপ নেতি নেতি ক'রে উঠে গেলেই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্ম থেকে নেমে এলেই জগৎ।

৩৩। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল থাকে তবে মাখনও থাকবে, যদি মাখন থাকে, তবে ঘোলও থাকবে। সেইরূপ জগৎ থাকলে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর থাকলে জগৎ থাকবেই থাকবে।

৩৪। নিত্যে উঠে যে আনন্দ বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়েছে, বিলাতে গিয়ে কুইনকে (Queen Victoria) দেখে এসে,

যদি কেউ কুইনের কথা বলে, তবে তার ঠিক ঠিক বলা হয়।

৩৫। ঋষিরা রামকে স্তব করবার সময় বলেছিলেন, হে রাম! তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তবে লীলা করবার জন্য মায়া আশ্রয় করেছ ব'লে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে। এই নিত্য ও লীলাভাব যে বুঝতে পারে, সেই ঠিক জ্ঞানী।

৩৬। তাঁকে যে জেনেছে, সে দেখচে—তিনিই সব হয়েছেন। বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবাসী, জীব, জন্তু, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি—এ সমস্তই তিনি।

ঈশ্বরের কার্য্য।

৩৭। ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব, তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

৩৮। তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে হাতী চালান, অর্থাৎ ভগবান মনে করলে সবই করতে পারেন।*

৩৯। ভগবান, চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্থকে বলেন সাবধান হতে, অর্থাৎ তিনি সবই করছেন।†

---

* "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ।" (ছাঃ উপঃ ৩।১৪।২

† বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তার কর্ম্মোপকরণাদিচ।
ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চযৎ॥"
(বিষ্ণুঃ পুঃ ১৯।৭০।৭১)

৪০। সাপ হয়ে খান তিনি, রোজা হয়ে ঝাড়েন। হাকিম সেজে হুকুম দেন, পেয়াদা হয়ে মারেন॥ *

৪১। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে প্রাণত্যাগ করছেন; পাণ্ডবরা সব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছেন। এমন সময় ভীষ্মদেবের চোক দিয়ে জল পড়লো। তাই দেখে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন,—ভাই, কি আশ্চর্য্য! এমন যে পিতামহ ভীষ্মদেব, যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরম জ্ঞানী, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, ভীষ্ম বল্লেন—'কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদছিনা। যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের তুমি সারথি ও সখা, তাদেরও দুঃখ বিপদের শেষ নাই,—তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

---

* "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥" (গীতাঃ ৯।১৬)

৪২। এ সংসার ভগবানের মায়ায় রচিত। মায়ার কাজের ভিতর নানারকম গোলমাল আছে। কোনও কোনও ব্যাপারে—কার্য্য কারণ কিছুই বোঝা যায় না।

ব্রহ্ম ও শক্তি।

৪৩। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত শক্তি। *

৪৪। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল অটল, সুমেরুবৎ। তাঁর শক্তিতে জগতের সমস্ত কাজ হচ্চে। গাছের গুঁড়ি এক জায়গায় থাকে, কিন্তু তার ডালপালা চারিদিকে ব্যেপে যায়। †

---

* অনন্তবীর্য্যাঽমিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ (গীতা ১১।৪০)

† "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)

৪৫। শক্তি ছাড়া ব্রহ্মকে জানবার কোন উপায় নাই, শক্তি আছে বলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। *

৪৬। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ। এর এক-টাকে ছেড়ে আর একটী ভাবা যায় না। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি। দাহিকাশক্তি বাদ দিয়ে অগ্নিকে ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। †

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"
(মহানারায়ণঃ ১১।৬)

- "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" (শ্বেতা ১।৩)

"নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তি ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপুরা॥"

৪৭। যেমন গন্ধের দ্বারা ফুলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, সেইরূপ শক্তির কার্য্য দেখে ব্রহ্ম আছেন ব'লে স্থির করা হয়। *

স সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্নহি বহ্নে সশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়াস্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্॥"
(পঞ্চদশী ২।৪১।৪৭)

পাবকস্যোষ্ণ তেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা॥ (দেবীভাগবৎ)

* * * *

* যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদৌ হি নাবয়োর্ধ্রুবম্॥
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তং কদাচন॥
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ॥

* * * *

কৃষ্ণ বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তি স্তমাধার স্বরূপিনী।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপিচ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—১৫ অধ্যায়)

৪৮। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যের রশ্মি। একটীকে ছেড়ে আর একটীকে ভাবা যায় না। ব্রহ্ম ও শক্তি এইরূপ অভেদ।

৪৯। যেমন দুধ ও তার ধবলত্ব। দুধকে ছেড়ে, ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার ধবলত্ব ছেড়ে শুধু দুধ ভাবা যায় না। ব্রহ্ম ও শক্তির এই রকম সম্বন্ধ।

৫০। যেমন মণি ও মণির জ্যোতি। মণি বল্লেই জ্যোতি বুঝায়, আবার জ্যোতি বল্লেই মণি বুঝায়। ব্রহ্ম ও শক্তির ভাব এমনি।

৫১। শক্তি না থাকলে একা ব্রহ্মে কাজ হয় না। শুধু মাটিতে গড়ন হয় না, জল চাই তবে গড়ন হবে।

৫২। জলাশয় যথন স্থির থাকে, তথন তাকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যথন তাতে ঢেউ উঠে, অর্থাৎ জল হেলচে, দুলচে, তরঙ্গ হচ্ছে, তথন শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৫৩। সানাই ও তার পোঁ, দুইই এক সুরে

বাঁধা। বাজনার সময় একজন পোঁ ধরে থাকে, তাকে ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যায়, আর একজন সানাইতে রাগরাগিণীর আলাপ ক'রে 'এত সাধের কালা আমার' গান ধরে—একে শক্তির সহিত তুলনা করা যায়।

৫৪। যেমন বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নী। বাড়ীতে যখন কোনও ক্রিয়া কর্ম্ম হয়, গিন্নীই কাজ কর্ম্মের,—লোক লোকুতার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তা কেবল সায় দিয়ে যান। কর্ত্তা এক জায়গায় ব'সে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে, গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্চেন, গিন্নী এসে বল্লেন 'ওগো! ওকে আনবার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেবো ?—কর্ত্তা বল্লেন 'দাও'। 'তত্ত্ব করবার জন্য এই এই জিনিষ গুলো আনালে হয় না ?' কর্ত্তা বল্লেন 'আনাও'। এই রকম।

মাতৃভাব ও মা কালী।

৫৫। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, যখন লীলাময়ী,—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করেন, তখনই শক্তি বা কালী।

৫৬। যিনি মহাকাল বা ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী।

৫৭। যিনি পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

৫৮। মা, মা, বলে প্রার্থনা করা খুব ভাল। কথায় বলে—মার টান, বাপের চেয়ে বেশী। মা বড় ভালবাসার জিনিস। মার উপরে খুব জোর চলে, কিন্তু বাপের উপর তত জোর চলে না।

৫৯। মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে, ঈশ্বর দর্শন হয় না। মহামায়ার দয়া চাই—এই জন্যই শক্তির উপাসনা।

৬০। মা কালীর চারিটি ভাব। যথা—মহা-

কালী বা নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী।

৬১। যখন সৃষ্টি হয়নি, নিবিড় আঁধার, তখন মা নিরাকারা কেবলমাত্র মহাকালের সহিত বিরাজ করছিলেন। এঁরই নাম মহাকালী বা নিত্যকালী।

৬২। শ্মশানকালীর সংহারমূর্ত্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনীর সঙ্গে শ্মশানে থাকেন; রুধিরধারা, মুণ্ডমালা, কোমরে নরহস্তের কটিবন্ধন। মায়ের এই মূর্ত্তি তাঁর প্রলয় শক্তির ভাব প্রকাশ করেচে।

৬৩। যে সময়ে মহামারী, দুর্ভিক্ষাদি হয়, সেই সময়ে, সেই সমস্ত বিপদ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য লোকে রক্ষাকালীর পূজা করে। মায়ের এই ভাবটি— তিনিই যে একমাত্র স্থিতি ও রক্ষাকর্ত্রী তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

৬৪। শ্যামকালীর বরাভয়দায়িনী অতি কোমল-ভাব। গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁরি পূজা হয়। এই মূর্ত্তিতে তাঁর পালিনী-শক্তির ভাব ব্যক্ত হচ্ছে।

৬৫। মা কালী দূরে আছেন, অর্থাৎ ভক্ত—'আমি ও তুমি'—এই ব্যবধান রেখেছে ব'লে মাকে দূর থেকে কালো দেখায়, কিন্তু কাছে এলে অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে, মা আর কালো নয়। আকাশ দূরে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূরে নীল, হাতে তুলে দেখ, কোন রং নাই।

৬৬। ভক্তের 'আমি' অভিমান আছে বলে, সে ভগবান থেকে একটু দূরে আছে। তিনি আর আমি এক—এ বোধ ভক্ত রাখতে চায় না। তাই তার শ্যামারূপ বা শ্যামরূপ চৌদ্দপোয়া। যেমন সূর্য্য দূরে বলে ছোট দেখায়, কাছে গেলে এত বড় যে, ধারণা করা যায় না।

সাকার ও নিরাকার—প্রতিমা।

৬৭। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও যে কত কি, তা আমরা জানি না।

৬৮। ভক্তের জন্য তিনি সাকার, জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিরাকার। *

৬৯। সাকারও সত্য, আবার নিরাকারও সত্য, যেটিতে বিশ্বাস তাতেই দৃঢ় হলে ঈশ্বরকে লাভ

---

* "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলাস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"
(রামপূর্ব্বতাপনীয়)

"ভক্ত হেতু ভগয়ান্ প্রভুরাম ধরে তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত্র পাওল পরম প্রকৃত নাম অনুরূপ॥"
(দোঁহা)

"ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎ-সরোজ
আসসে শ্রুতেক্ষিত পথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয় ত উরুগায় বিভাদয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়াস সদনুগ্রহায়॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৯।১১)

করবে। মিছরীর রুটী, সিদে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবেই।

৭০। ভক্তের ভক্তিহিমে সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের স্থানে স্থানে জমে বরফ হয়, অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিতে ভগবান সাকাররূপে দেখা দেন। জ্ঞানীর জ্ঞান সূর্য্যের তেজে জল জমে না, তার কাছে অকূল সমুদ্র, কূল কিনারা নাই—অর্থাৎ জ্ঞানীর ঈশ্বর নিরাকার।

৭১। ঈশ্বর সম্বন্ধে মতুয়ার বুদ্ধি—অর্থাৎ আমার ভাব ঠিক, আর সকলের ভুল—এই বুদ্ধি, ভাল নয়। আমার ভাব ঠিক, আর অপরের ঠিক কি ভুল,—সত্য কি মিথ্যা—এ আমি বুঝতে পাচ্চিনা,—এই ভাব ভাল। কেন না, ঈশ্বর দর্শন না হলে তাঁর স্বরূপ-ভাব কেউই বুঝতে পারে না। *

*" If thou thinkest that thou understanest and knowest much, know also that there be many things more which thou knowest not."   (Im. of Ch.)

৭২। কবীর বলতো—'সাকার আমার মা—নিরাকার আমার বাপ। কিস্‌কো নিন্দে, কিস্‌কো বন্দে, দোনো পাল্লা ভারি'।

৭৩। ঈশ্বর যখন সাধককে সাকাররূপে দেখা দেন, তখন প্রথমে কুয়াশার মত দেখায়, ক্রমে তাহা ঘনীভূত হয়ে আকার ধারণ করে। সেই রূপ যে কোন্ জিনিসে তৈয়ারী হয়, তাহা কেউই বলতে পারে না। 'জ্যোতিঘন' বলা যেতে পারে, কিন্তু সে জ্যোতির তুলনা হয় না। সেই মূর্ত্তি ভক্তের সঙ্গে কথা কন, বর দেন, আবার গ'লে অদৃশ্য হয়ে যান। *

Affect not to be overwise, but rather acknowledge thine own ignorance."
(Im. of Christ II.3)

"Why wilt thou perfer thyself before others, since there be many more learned and more skilful in the scripture than thou art."
(I. Ch.)

* "নীহারধূমার্কনিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।

৭৪। 'জ্যোতির্ঘন, রূপ ছাড়া, অন্য প্রকার রূপও আছে। তিনি কখন কি রূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, তা বলা যায় না। মানুষের আকারে কখনও কখনও ভক্তের নিকটে প্রকাশ হ'তেও দেখা যায়।

৭৫। আগে গোটা গোটা লেখা অভ্যাস হলে পরে সহজে ছোট লিখতে পারা যায়, সেইরূপ আগে সাকারে (প্রতিমাদি রূপে) মন বসলে, সহজেই নিরাকার ভাবটী ধরা যায়।

৭৬। টিপ্ (লক্ষ্য) অভ্যাস করতে হলে আগে বড় জিনিসের উপর টিপ্ অভ্যাস করতে হয়। তার পর সূক্ষ্ম জিনিসে অনায়াসে টিপ্ করা যায়। সেইরকম সাকার-মূর্ত্তিতে (প্রতিমাদিতে) মন স্থির হলে, নিরাকারে মন সহজে স্থির করা যায়।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণিযোগে॥"

(শ্বেতাঃ উপঃ ২।১১

৭৭। প্রতিমাদি সাকারমূর্ত্তিতে ঈশ্বরভাব থাকলে, ঈশ্বরই লাভ হয়ে থাকে। যার কাঠ, মাটি, খড়, ধাতু বা পাথর বোধ থাকে, তার কস্মিনকালেও কিছু হয় না।

৭৮। সাকারমূর্ত্তি যাহা গড়া হয়ে থাকে, তাহা নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক আতা দেখে সোলার আতা তৈয়ারি হয়, অথবা যেমন আসল হাতী, ঘোড়া, উট্ দেখে, মাটির সব তৈয়ারি হ'য়ে থাকে। যাঁরা এ প্রকার সাকারমূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁরা জড়োপাসক নন; কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য চৈতন্যময়,—জড় নহে।

৭৯। দেবদেবীর প্রতিমা কখনও কাঠ মাটি মনে করো না। ভাববে যে, চিন্ময়ী প্রতিমা।

এক ঈশ্বর—ভাবে বহু ;

অসাম্প্রদায়িকতা ।

৮০। এক ঈশ্বর, তাঁর অনন্ত ভাব। *

৮১। যেমন এক চিনিতে নানারকম ছাঁচের মঠ প্রস্তুত হয়, তেমনি একই ভগবান, নানাভাবে, নানা রূপে নানাস্থানে পূজিত হয়ে থাকেন। †

৮২। এক সোনাতে নানারকমের গহনা প্রস্তুত হয়। কোনও গহনার সহিত কোনও গহনার সাদৃশ্য না থাকলেও সোণা সম্বন্ধে যেমন সকলেই এক, সেই-

---

* "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু—
বথোদিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

† "যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্ দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥"
(ভাগবত ৩।৩২।৩৩

রূপ ঈশ্বরের নানারূপের ও নানাভাবের মিল না থাকলেও, স্বরূপতঃ কাহারও সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। *

"যথা সোম্যেকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লৌহমিত্যেব সত্যম্।" (ছান্দোগ্য ৬।১।৫

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।"

(শ্বেতাশ্ব ৪।৩

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধঃ,
একঃ সূর্য্যোবিশ্বমনু প্রসূতঃ।
একৈবৈষা সর্ব্বমিদং বিভাতি,
একং বা ইদং বিশ্বভূব সর্ব্বম্॥ (ঋকঃ ৮।৫৮।২

"পিতাহমস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥"

(গীতা ৯।১৭।১৮

৮৩। বাটীর কর্ত্তা একজন। তাহার সহিত নানা ব্যক্তির নানা প্রকার সম্বন্ধ। তিনি কাহারও খুড়ো, কাহারও জেঠা, কাহারও বাবা, কাহারও মামা, কাহারও মুনিব, কাহারও স্বামী। তাহার সহিত সকলের সম্বন্ধের পার্থক্য থাকলেও, যেমন তিনি এক-জন অদ্বিতীয়; সেইরূপ ভগবানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভাবের পার্থক্য থাকলেও, ভগবান্ এক অদ্বিতীয়। *

৮৪। বাড়ীতে যদি একটা বড় মাছ আসে, কেউ বলে—ভাজা খাবো, কেউ বলে—ঝোল খাবো, কেউ বলে—চড়চড়ি খাবো, অর্থাৎ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী তা'র আহারের ব্যবস্থা করে; সেই রকম এক ঈশ্বরকে লোকে স্ব স্ব ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্নরূপে উপাসনা ক'রে থাকে। *

* "ভার্য্যা স্নুষা ননন্দা চ যাত মাতেত্যনেকধা
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ ॥"

(পঞ্চদশী ৪।২২)

৮৫। একই জলকে হিন্দুরা বলে 'জল,' মুসলমানেরা বলে 'পানি,' ইংরাজেরা বলে 'ওয়াটার'। নামে পার্থক্য হলেও বস্তুগত জলের কোনও পার্থক্য নাই। সেইরূপ এক ঈশ্বরকে কেউ বলছে 'গড,' কেউ বলছে 'আল্লা,' কেউ বলছে 'যীশু,' কেউ বলছে 'রাম,' কেউ বলছে 'হরি'।

৮৬। পুষ্করিণীর বিভিন্ন ঘাট থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি জল নিয়ে, সকলেই আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করছে। আমি যে ঘাটে জল নিয়েছি, সে ঘাটে জল না নিলে, কারো তৃষ্ণা নিবারণ হবে না—এ কথা যে বলে, তার ভুল কথা। সেইরূপ এক ঈশ্বরকে, যে, যে ভাবেই ডাকুক না কেন, তার সেই ভাবেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে। *

৮৭। এক রাম, তাঁর হাজার নাম। বেদে যাঁকে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, পুরাণে তাঁকেই

* "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"
(গীতা ৪।১১)

'সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ' বলেছে ; আবার তন্ত্রে তাঁকেই 'সচ্চিদানন্দ শিব' বলেছে। সকল বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন মত, সেই একজনেরই কথা বলছে।

৮৮। জ্ঞানীরা যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে, যোগীরা তাকেই 'আত্মা' বলে, আবার ভক্তেরা তাঁকেই 'ভগবান' বলে। একই বস্তু, নাম ভেদ মাত্র। *

৮৯। একই ব্রাহ্মণ, যখন পূজা করে—তখন তাঁর নাম পূজারী ; যখন সে রাঁধে, তখন তাঁর নাম রাঁধুনি বামন।

৯০। গ্যাসের আলো নানাভাবে নানাস্থানে জ্বলছে, কিন্তু এক গ্যাসঘর থেকে গ্যাস আসছে। নানা দেশে, নানা জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাব—এক ভগবানের নিকট হতেই আসছে।

৯১। গাড়া-ডোবার বদ্ধজলে দল হয়, স্রোতের জলে কখনই দল বাঁধে না, বরং দল এনে দিলেও

* জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং॥ (গীতা ৯।১৫)

ভেসে যায়। যারা ঈশ্বরকে ধ'রে মান সম্ভ্রম যশ অর্থ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেছে, তারাই দল বাঁধে, কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাব—তাঁরই জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা, সেখানে কোনও রূপ দলাদলি নাই; এবং এইরূপ সংস্রবে সংকীর্ণভাবের মানুষ এলে, তাদেরও হৃদয় প্রশস্ত হয়ে যায়।

৯২। সকলেই আপনাপন জমি পাঁচিল দিয়ে ভাগ করে নেয়, কিন্তু অখণ্ডনীয় আকাশকে কেউ ভাগ করতে পারে না। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ আপনার ধর্ম্মভাবকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বোলে থাকে, কিন্তু জ্ঞান হলে সকল ধর্ম্মভাবেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজমান দেখতে পায়।

৯৩। গৃহস্থের বৌ—শ্বশুর ভাসুর দেবর ইত্যাদি এক পরিবারভুক্ত সকলেরই সেবা শুশ্রূষা করে, কিন্তু এক স্বামী ভিন্ন আর কাহারও নিকট শয়ন করে না; সেই রকম সকল ধর্ম্মভাবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদা দেখাবে এবং আপনার

ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনুরাগ রেখে সাধন ভজন করবে।

৯৪। যখন ভিন্ন ধর্ম্মভাবের লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জেনে যত-দূর পার মিশে যাবে, কারোও প্রতি বিদ্বেষভাব হৃদয়ে রাখবে না। 'ও সাকার মানে, ও নিরাকার মানে, ও খৃষ্টান, ও মুসলমান, ও হিন্দু,'—এই বলে কখনও কাকেও ঘৃণা করোনা। ভগবান যাকে যেমন বুঝিয়ে-ছেন, সে তেমনি বুঝেছে,—এই ভেবে সকলকে ভাল-বাসবে। তারপর নিজের ঘরে এসে, আপনার ভাবে ডুবে, শান্তি ও আনন্দ ভোগ করবে। *

৯৫। যখন নানালোকের গরু মাঠে গিয়ে চরে, তখন সব এক হয়ে যায়—এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় গরুগুলি ঘরে ফেরে, তখন সব

* "সব্‌সে রসিয়ে সবসে বৈঠিয়ে, সবকা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপনা ঠাম্‌॥"

(দোঁহা)

পৃথক হয়ে যে যার ঘরে চ'লে যায়; নিজের ঘরে গিয়ে তখন আপনাতে আপনি থাকে। এই রকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাবের লোকের সঙ্গে মিশতে পার।

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

৯৬। ব্রহ্মের এক শক্তির নাম মায়া। এই শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও অঘটন সংঘটন হচ্চে।

৯৭। সাপের ভিতরে বিষ আছে, কিন্তু তাতে সাপের কোন অনিষ্ট হয় না, যাকে কামড়ায় তারই অনিষ্ট ঘটে। সেই রকম ভগবানের ভিতরে মায়া আছে, কিন্তু তাতে তাঁর কোনও অনিষ্ট হয় না, জীবই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কষ্ট ভোগ করে।

৯৮। মায়া বল্‌তে—ইন্দ্রজাল বা ভ্রম দর্শন। আমরা যে জিনিসকে যে অবস্থায় দেখছি, তার সেই অবস্থাটাই সত্য ও চিরস্থায়ী বলে ধারণা করে নিচ্চি। এরই নাম মায়া। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তার সেই

অবস্থা সত্য নয়, সময়ান্তরে তা'র পরিবর্ত্তন হবেই হবে। *

৯৯। মায়া দুই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যা। †

১০০। যে বিদ্যা লাভ করলে ঈশ্বরকে জানা যায়—সে-ই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা।

১০১। বিবেক ও বৈরাগ্যের কার্য্যকে বিদ্যামায়া বলে।

১০২। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদির কার্য্যকে অবিদ্যামায়া বলে। ‡

---

* মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ * * *॥ (পঞ্চদশী ৪।২)

† "চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধিবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।"
(পঞ্চদশী ১।১৫।১৬)

‡ "অবিদ্যা সংসৃতের্হেতু বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন॥"
(অধ্যাত্মরামায়ণম)

১০৩। অবিদ্যা মায়া, জীবকে আমি ও আমার জ্ঞান দিয়ে সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছে, ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। *

১০৪। বিদ্যামায়ার আশ্রয় নিয়ে সৎপথ ধরলে জীবের সংসার বন্ধন মোচন হয় ও ঈশ্বর লাভ হয়।

"গো গোচর জহঁ লগি মন যাই।
সো সব মায়া জানহু ভাই॥
তহি কর ভেদ শুনহু তুম্ সোউ।
বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥
এক দুষ্ট অতিশয় দুঃখরূপা।
সা বশ জীব পরাভব কূপা॥
এক রচয় জগ গুণ বশ যাকে।
প্রভু প্রেরিত নহি নিজ বল তাকে॥"

(দোহা)

* ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে।
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্॥

(দেবীভাগবত ১৮।৪২)

যে তাঁকে লাভ করে, সে সকল মায়া পার হ'য়ে যায়। *

১০৫। অবিদ্যামায়া ও বিদ্যামায়া এ দুইই শৃঙ্খল। অবিদ্যামায়া লোহার শিকল, আর বিদ্যামায়া সোণার শিকল। এ দুই শিকলের বাঁধন কাটতে পারলে তবেই মুক্তি। †

১০৬। পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটী কাঁটা-দ্বারা তাকে বার ক'রে, পরে দুটা কাঁটাই ফেলে দিতে

---

* সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূ́তা সনাতনী॥ (চণ্ডী)

" Nature is crafty, and seduceth many, ensnareth and deceiveth them, and hath always self for her end and object. But Grace walketh in simplicity, abstaineth from all show of evil, sheltereth not herself under deceits, doeth all things purely for God's sake, in whom also she finally resteth."
(I. Ch.)

† "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥"
(বৃহস্পতি)

হয়; সেইরূপ অবিদ্যা মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিদ্যামায়ার দরকার হয়; শেষে জ্ঞান লাভ হলে, ঈশ্বর দর্শন হলে, তখন এই দুই মায়াই চলে যায়। ভগবান বিদ্যা অবিদ্যা—জ্ঞান অজ্ঞানের পার।

১০৭। জীবের অহঙ্কারই মায়া। যেরূপ ঘোলা জলে সূর্য্য বা চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ "আমি ও আমার" এই মায়াজ্ঞানযুক্ত জীবের ঈশ্বর দর্শন ঘটে না। *

১০৮। মায়া মেঘের স্বরূপ। যেমন চন্দ্র বা সূর্য্য উদিত থাকলেও, সামান্য মেঘাবরণে তাহাদিগকে দেখা

---

* ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥

(ভাগবৎ ২।৯।৩৩)

"মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ।
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।"

(পঞ্চদশী ৪।১১।১২)

যায় না, সেইরূপ স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আমরা মায়াবরণ বশতঃ দেখতে পাই না। *

১০৯। পানায় ঢাকা পুষ্করিণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার নীচের জল দেখা যায় না; জল দেখতে হ'লে পানা সরিয়ে দেওয়ার আবশ্যক; সেইরূপ মায়াকে সরিয়ে দিলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়। পানা সরিয়ে চারিধারে বাঁশ বেঁধে দিলে, আর পানা সেখানে আসতে পারে না, তখন জল বেশ দেখা যায়, সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্য এবং জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া-পানা তাকে অতিক্রম করে এসে, ঈশ্বরকে

* "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্য পরমব্যয়ম্॥"

(গীতা ৭।১৩)

"সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্ব্বন্যায়বিরোধিনী।
সহতে ন বিচারং সা তমোযদ্বদ্দিবাকরম্॥"

(সংক্ষিপ্ত শারীরক)

ঢেকে ফেলতে পারে না ; তিনি সর্ব্বক্ষণ স্বপ্রকাশ থাকেন। *

১১০। মায়াকে চিন্‌তে পারলেই মায়া আপনি পালায়। যেমন, চোর কোন বাড়ীতে ঢুকে যদি বুঝতে পারে যে, সে যে ঢুকেছে তা—গৃহস্থ জানতে পেরেছে, তা হলে সে আপনিই পালিয়ে যায়। †

১১১। যাঁকে ভূতে পায়, সে যদি জানতে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত আপনিই

* "শৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥"
(বিবেকচূড়ামণি ১৫২)

"দৈবি হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা—৭।১৪)

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥
(মাণ্ডুক্যকারিকা ১।১৬)

† "প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"
(সাংখ্যকারিকা)

পালিয়ে যায়; সেইরূপ মায়াচ্ছন্ন জীব যদি বুঝতে পারে যে, সে কেবল মায়ায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে --জগতের ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্চে, তা হলে মায়া তার কাছ থেকে আপনি পালিয়ে যায়। *

১১২। বাঘের মুখোস পরে ছেলেদের ভয় দেখালে তারা ভয় পায়, কিন্তু যে মুখোস পরেছে তাকে যদি চিনতে পারে, তবে আর ভয় করে না; সেইরূপ এই মায়ার ভিতরে যিনি আছেন—তাঁকে যদি জীব জানতে পারে, তবে আর মায়াকে ভয় থাকে না।

১১৩। এক গুরুঠাকুরের সঙ্গে একজন মুচি—চাকর সেজে শিষ্যবাড়ী গিয়েছিল। গুরুঠাকুর তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, তুই কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কস্‌না, তা হলেই তোকে কেউ চিনতে পারবে না।

* "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুণ্ডক উপঃ ২।২।৮)

চাকর শিষ্যের বাড়ী এসে কারো সঙ্গে কথা কয় না। একদিন যখন গুরুঠাকুর সন্ধ্যা-আহ্নিক করছেন, এমন সময় একজন লোক এসে তাকে গুরুঠাকুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে। সে কথাই বলে না। তখন সে লোকটা বিরক্ত হয়ে বল্লে—"তুই ব্যাটা মুচি দেখচি"। যেমন এই কথা শোনা—সে অমনি বলে উঠলো—'ঠাকুর মহাশয় গো! আমায় চিনে ফেলেছে, আমি পালাই'—এই ব'লে সে চলে গেল। মায়াকে চিনতে পারলে মায়া পালিয়ে যায়—আর থাকে না।

১১৪। আঁতুড় ঘরের ধূলো আর আঁস্তাকুড়ের ভাঙ্গা হাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, বাজীকর তার চোখে ভেল্কী লাগাতে পারে না, সে ঠিক ঠিক সব দেখতে পায়। তেমনি যার জ্ঞান হয়েছে, তার মনে মায়ার ভেল্কী লাগে না, সে কামিনী কাঞ্চনে মজে না, সে ঈশ্বর পাদপদ্মে মন রেখে দেয়।

ঈশ্বর ও জীব।

১১৫। আপনাকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। *

১১৬। ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন। তাঁর কাছে আমাদের জোর করা চলে। †

১১৭। আমরা তাঁর ছেলে, আমরা তাঁর দাস, আমরা তাঁর অংশ, সকলেরই এইরূপ জ্ঞান থাকা দরকার।

১১৮। তাঁর প্রতি যাতে আপনার বোধ জন্মে, তাঁর প্রতি যাতে ভালবাসা জন্মে, তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়, এই সব কর।

---

* "যদেতদনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানাং ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে॥"

(বৃহ ৪।৪।১৫)

† "Thou oughtest to love thy beloved for thy Beloved; for Jesus will be loved alone above all things. (Imit. of Christ—7.)

১১৯। আপনার মা বোধ করে তাঁকে ডাকো। তিনি ত পাতানো মা, বা ধর্ম্ম মা নন। তিনি আমাদের আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর। *

১২০। ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ যেমন লোহা আর চুম্বক। চুম্বক স্বভাবতঃই লোহাকে টানে, কিন্তু যদি লোহায় কাদা লাগান থাকে, তবে আর আকর্ষণ হয় না। সেইরূপ যতক্ষণ মায়া ও ষড়্‌রিপুর কাদা জীবের গায়ে লেগে আছে, ততক্ষণ জীব ঈশ্বরের নিকট যেতে পারে না; কিন্তু যেই সে কাদা ধুয়ে ফেলা যায়, জীব তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়। †

* "Humble contrition for sins is an acceptable sacrifice unto Thee, O Lord."
(Psalm 51—17.)

† "অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব।
স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে॥
তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ।
অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে॥"
(পঞ্চদশী ৬।৫১।৫০)

১২১। অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। সীতা সরে দাঁড়ালেই লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান। সেইরূপ মায়া ও অহঙ্কার স'রে গেলেই জীব ঈশ্বরকে দেখতে পায়। *

১২২। ঈশ্বর মায়াবরণ দ্বারা আপনার চক্ষু আপনি বেঁধে, জীব সেজে অন্ধের খেলা খেলছেন। যতক্ষণ মায়ার মধ্যে থাকেন ততক্ষণ 'জীব,' মায়াতীত হলেই 'শিব' বলা যায়। †

১২৩। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।

---

* "অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্বমন্বেহি ধনুর্ধরঃ।
আবয়োর্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ॥"
(অধ্যাত্মরামায়ণম্)

† মায়ামানুষরূপেণ বিড়ম্বয়তি লোককৃৎ।
ভক্তানাং ভজনার্থায় রাবণস্য বধায় চ॥
(অধ্যাত্মরামায়ণম্)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
(গীতা ১৫।৭)

১২৪। ফল বড় হলে ফুল আপনিই খসে যায়, দেবত্ব বাড়লে জীবত্ব ঘুচে যায়।

১২৫। জীব সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। কেবল মায়া বা অহঙ্কার বশতঃ নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, এবং আপনার 'স্বরূপ' ভুলে গেছে।

১২৬। এক একটী উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালপেড়ে কাপড় পরে—তার নিধুর টপ্পার তান্ আসে। যদি বুট জুতা পায় দেয়, অমনি সাহেবদের মত সিস্ দিতে আরম্ভ করে, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িতে ওঠে। যদি গেরুয়া পরে, বৈরাগ্য ও ভগবানের ভাব মনে আসে।

১২৭। জীব চারি প্রকার—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

বদ্ধজীব।

১২৮। বদ্ধজীব সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, তাই নিয়েই মত্ত। তারা মনে করে যে, সংসারে বেশ

সুখে ও নির্ভয়ে আছে। এটা বুঝতে পারে না যে, কলঙ্কের সাগরে ডুবে রয়েছে। *

১২৯। বদ্ধজীব যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, তখনও এমনি মায়া যে, প্রদীপে বেশী সল্‌তে জ্বললে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' আবার তার পরিবার বলে, 'তুমিত চল্লে, আমার কি করে গেলে?'

১৩০। বদ্ধজীব সর্ব্বদা বিষয়েই আসক্ত, ভুলেও কখনও ঈশ্বর চিন্তা করে না। তারা অবসর পেলে,

---

* "অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাত্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখ—
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥"

(বিবেকচূড়ামণিঃ ১৪৮)

"এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াঽস্তধীঃ॥"

(ভাগবত ৩।৩০।১৮)

আবোল-তাবোল গল্প করে, না হয় বৃথা কাজ করে। সময় কাটেনা দেখে তাস্ খেলবে, তবু ভগবানকে ডাকবে না। *

১৩১। উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, তবুও ছাড়ে না। বদ্ধ-জীবও তেমনি, তাদের কিছুতেই হুঁস হয় না। এত শোক, তাপ, দুঃখ দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য নাই—যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল,

* ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসং সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
(গীতা ২।৬২—৬৩)

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৯।৬)

কি অসতী হ'লো, আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক কল্লে, সেই ছেলের মা কিছু দিন পরে সব ভুলে গেল, আবার চুল বাঁধলে—গয়না পরলে। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হচ্চে, তবুও বছর বছর ছেলে মেয়ে হচ্চে। যারা জন্মেছে, তাদেরই ভাল খাওয়াতে পরাতে, কি ভাল জায়গায় রাখতে পারে না, তবুও নিবৃত্তি নাই—জন্ম দিচ্চে। মোকর্দ্দমা করে সর্ব্বস্ব যাচ্ছে, তবুও মোকর্দ্দমা করছে। *

* "সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেহত্র গেহে
ক্রিময় ইব কলত্রক্ষেত্রপুত্রানুরক্ত্যা।
সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ—
স্ত্বপি তু নিরয়গর্ভাবাসদুঃখপ্রবাহ॥"
(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ—৮৫)

"যথা তথা পুত্রকলত্রমিত্রং—
স্নেহানুবন্ধৈর্গ্রথিতো গৃহস্থঃ।
কদাপি বা তান্‌পরিমুচ্য গেহাদ্
গন্তুং ন শক্তোম্রিয়তে মুধৈব॥" (ঐ-৪৫)

"রজস্তমোভ্যাং বিদ্ধস্য সুসমিদ্ধস্য দেহিনঃ।
পুত্রদারকুটুম্বেষু সক্তস্য ন কদাচন॥"
(মৈত্র্যুপনিষৎ)

১৩২। সংসারী লোকদের যদি সংসার থেকে সরিয়ে এনে ভাল জায়গায় (সাধুসঙ্গে) রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই আনন্দ, তাতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, যদি তাকে এনে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, সে মরে যাবে। *

১৩৩। গোবরের পোকা গোবরের ভিতর থাকতে

* "সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ।
মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ।
আত্মজায়াসুতাগার-পশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে॥
স দহ্যমান সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩০।৫-৭)

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥"
(ঐ ৩।৯।৭)

ভালবাসে, তাকে এনে পদ্মের ভিতর বসিয়ে দিলে ছট্ ফট্ করে মারা যাবে। বিষয়ীও সেইরূপ বিষয়ের কথায় আনন্দ পায়; ধর্ম্মকথায়—ত্যাগের কথায় মারা যাবার মত বোধ করে।

১৩৪। বদ্ধজীবকে হাজার শিক্ষা দাও, কিছুই করতে পারবে না। পাথরের উপর পেরেক মারতে গেলে, ভেঙ্গে যাবে, পাথরের কিছুই হবে না। সাধুর সঙ্গে কমণ্ডলু (তুম্বা) চারধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো, তেমনি তেঁতোই থাকে।

১৩৫। বদ্ধজীবের সামনে হরি-কথা হলে, সে, সেখান থেকে সরে যায়। বলে—হরিনাম মরবার সময় হবে, এখন কেন? *

---

* "মোক্ষস্য কালোঽস্তি কিমদ্য মে ত্বরা
ভুক্তৈব ভোগান্ কৃতসর্ব্বকার্য্যঃ।
মুক্তৌ যতিষ্যেঽহমথেতি-
রেবৈব মন্দা কথিতা মুমুক্ষু॥"

(বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ—২৩১)

১৩৬। বদ্ধজীব তীর্থ করতে গেলেও সেখানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করে না, কেবল পরিবারের পুটলি বয়ে বেড়ায়; আর ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে, ছেলেদের চরণামৃত খাওয়ায় ও গড়াগড়ি দেওয়ায়। এতেই মহা ব্যস্ত থাকে।

১৩৭। বদ্ধজীব নিজের ও পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়। *

১৩৮। সংসারী লোকগুলোর কোন পদার্থ নাই।

"যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতা॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৫৬-৫৮)

তারা তিনটী জিনিসের দাস। টাকার দাস, মাগের দাস, আর মুনিবের দাস। *

১৩৯। বদ্ধজীব হরিনাম আপনি শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না, ধর্ম্মসমাজ ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করলে ঠাট্টা করে।

১৪০। কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারলে ঠিকরে পড়ে, তার গায়ে কিছুমাত্র লাগে না। বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বলনা কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারবে না।

১৪১। স্প্রাংয়ের গদির উপর বসলেই নুয়ে যায়, উঠলেই আবার যেমন তেমনি। সংসারী লোকেরা যখন ধর্ম্মকথা শোনে তখন একটু ধর্ম্মভাব হয়,

* "গৃহস্পৃহা পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলা
কান্তাসুতাশা পদুকণ্ঠপাশঃ।
শীর্ষে জতদ্ধূর্য্যশনির্হি সাক্ষাৎ
প্রাণান্তহেতুঃপ্রবলা ধনাশা ॥"

(বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ—৪৭)

কিন্তু সরে গেলেই সব ভুলে যেমন তেমনি হয়ে পড়ে। *

১৪২। কামারশালের লোহা, যতক্ষণ হাপরে থাকে—ততক্ষণ লাল দেখায়; যেমন বার করবে, অমনি কাল হয়ে যায়। সংসারী মানুষগুলোও তেমনি। ধার্ম্মিকের কাছে থাকলে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু সরে এলেই, সে ভাব আর থাকে না।

১৪৩। গরম লোহায় জলের ছিটে যেমন শুকিয়ে যায়, বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথাও সেই মত উপে যায়।

১৪৪। সাঁকোর জল যেমন একদিক দিয়ে আসে, আর একদিক দিয়ে চলে যায়, সংসারী বদ্ধ-

* "আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্য বেগাৎ॥"

(বিবেকচূড়ামণিঃ—৮১)

জীবের কাছে ধর্ম্মকথাও সেই রকম। এক কাণ দিয়ে শোনে, আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৪৫। পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ্‌গজ্‌ করে, সেই রকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়—তাদের ভিতর বিষয়-বাসনা গজ্‌গজ্‌ করচে। বিষয়-কথাই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্ম-কথা ভাল লাগে না।

১৪৬। বড় বড় দোকানে চাল ডালের বড় বড় ঠেক থাকে; পাছে সেগুলো ইন্দুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে মুড়ি মুড়কী রেখে দেয়। সোঁধা সোঁধা গন্ধ—আর মিষ্টিও লাগে; তাই যত ইন্দুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, ঠেকের সন্ধানও পায় না। বদ্ধজীব সংসারে কামিনী-কাঞ্চনেই মুগ্ধ হয়ে যায়, ঈশ্বরের খবর পর্য্যন্তও পায় না।

১৪৭। খুড়ী জেঠির কোন্দল শুনে, ছেলেরা যেমন খেলা করবার সময় পরস্পর বলে—'আমার ঈশ্বরের দিব্যি' —আর যেমন কোনও ফিট্‌ বাবু, পান

চিবুতে চিবুতে হাতে ছড়ি নিয়ে বাগান বেড়াতে বেড়াতে একটী ফুল হাতে করে তুলে বন্ধুকে বলে— 'ঈশ্বর কি সুন্দর ফুল করেছেন!' বিষয়ীরও ঈশ্বরভাব ঠিক এইরূপ ক্ষণিক।

১৪৮। বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে, কি হবে! সংসারাসক্তি ভিতরে থাকলে, মৃত্যুকালে সেটি বেরিয়ে পড়ে। কত আবোল-তাবোল বকে, হয়ত বিকারের খেয়ালে—হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাত, ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। টিয়াপাখী সহজ বেলায় রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলে কৃষ্ণনাম ভুলে নিজের বুলি বেরোয়,—ক্যাঁ ক্যাঁ করে। *

১৪৯। সাধারণ লোক, সাধনা করে—ঈশ্বরে ভক্তি করে—আবার সংসারেও আসক্ত হয়,—

* মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিনী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

কামিনী-কাঞ্চনেও মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

১৫০। সাপে ছুঁচো ধরলে যেমন গিলতেও পারে না, ওগারেও পারে না, সংসারী জীবের সেই অবস্থা। বুঝছে যে, সংসারে সার নাই, তবুও ছাড়তে পারে না, তবু ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

মুমুক্ষু জীব।

১৫১। যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তারাই মুমুক্ষু জীব। এদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। *

১৫২। মুমুক্ষু জীব সংসারকে পাতকোয়া বলে মনে করে।

---

* "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"
(গীতা—৭।৩)

মুক্ত জীব।

১৫৩। মুক্ত জীব সংসারে কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ নয়। তাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, সর্ব্বদা হরি-পাদপদ্ম চিন্তা করে।

১৫৪। মুক্ত-জীব নিজেকে অকর্ত্তা বলে জ্ঞান করে। ঈশ্বর কর্ত্তা, তিনিই সব করছেন, তাঁরই শক্তিতে সব শক্তিমান,—এই তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা। মুক্তজীবের 'আমি জ্ঞান' থাকে না। *

১৫৫। লুকোচুরি খেলায় বুড়ী ছুঁলে আর চোর হয় না, সেইরূপ যে জীব ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছুঁতে পারে, সে আর সংসারে বদ্ধ হয় না।

১৫৬। লোহা যদি একবার পরশমণি স্পর্শ করে, তবে সে সোণা হয়, তারপর সোণা যেখানে

---

* "বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্ব্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥"
(বিবেকচূড়ামণিঃ—৪৩৯)

ইচ্ছা রাখ, সে সোণাই থাকবে। সেই রকম, যে জীব ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে মুক্তিলাভ করেছে, সে সংসারেই থাকুক বা সংসারের বাইরেই থাকুক, সে মুক্তই থাকবে।

১৫৭। লোহার তরোয়ালে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তরোয়াল হয়। যদিও গড়নটা ঠিক থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর হিংসা করা চলে না। সেইরূপ যে জীব ঈশ্বর পাদপদ্ম স্পর্শ করে—সে মুক্ত পুরুষ হয়ে যায়, তার দ্বারা আর সংসারের কাজকর্ম্ম চলে না।

১৫৮। দুধে জলে একসঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু মাখন যদি জলে রাখ তবে মেশে না। যে জীব

দেহস্থোপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্‌যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৮-৯)

ঈশ্বর লাভ ক'রে মুক্তজীব হয়েছে, তাকে যদি হাজার সংসারীর মধ্যে রাখ, তবু সে সংসারে বদ্ধ হবে না।

১৫৯। ব্যাঙ্গাচি জলে থাকে, কিন্তু যখন ল্যাজ খসে যায় তখন জলেও থাকতে পারে—ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। অবিদ্যার ল্যাজ খসে গেলে মানুষ মুক্ত হয়, সে অবস্থায় সংসারেও থাকতে পারে—সংসারের বাইরেও থাকিতে পারে।

১৬০। খাঁটি সোণায় গড়ন হয় না, একটু পান (খাদ) দিতেই হয়; সেই রকম মুক্ত জীবেরও একটু মায়া থাকে, নতুবা দেহ থাকে না। এ মায়ায় তাঁদের সংসারে আবদ্ধ করে না, তাঁরা জীবের হিত চিন্তা করেন।

নিত্য জীব।

১৬১। নিত্যজীব বা নিত্যসিদ্ধ—একই কথা।

১৬২। হোমাপাখী শূন্যেতেই থাকে, শূন্যেতেই ডিম পাড়ে, ডিম পড়তে পড়তে শূন্যেতেই ফুটে, যেমন ছানা হল—অমনি তার পাখা বেরোয়, সে আর নীচেয় পড়ে না, চোঁ-চা উপরে উঠে যায়। নিত্যজীবও তেমনি, তারা কখনও সংসারে মেশেনা। তাদের ভোগবাসনা জন্মথেকেই মিটে গেছে। ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়েই থাকে।

১৬৩। বোজা ফোয়ারার মুখ একবার ছাড়িয়ে দিতে পারলে ফর্ ফর্ করে জল বেরুতে থাকে, আর সে বন্ধ হয় না। তেমনি নিত্যসিদ্ধের থাকের জীব যদি একবার হরিপ্রসঙ্গ শুনে, তবে তাতেই আজীবন মেতে যায়, আর সংসারে মজে না।

১৬৪। নিত্যসিদ্ধের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' দেখেই কান্না—অমনি কৃষ্ণকে মনে পড়েছে।

কিন্তু সাধারণ জীবের সর্ব্বদাই সংশয়-বুদ্ধি, তাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

১৬৫। নিত্যসিদ্ধ একটা আলাদা থাক। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। সাধ্যসাধনা করে যে ভক্তিলাভ হয়, নিত্যসিদ্ধের ভক্তি—সে ভক্তি নয়। এদের ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা।

১৬৬। নিত্যসিদ্ধ মৌমাছির ন্যায়—কেবল ফুলের মধুপান করে—হরিরস পানে বিভোর থাকে, বিষয়-রসের ধারেও যায় না।

১৬৭। যখন অবতার আসেন, নিত্যসিদ্ধ জীব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসে। জমিদার নায়েবের দ্বারায় তালুক শাসন করেন; অবতার,—নিত্যসিদ্ধের দ্বারা সংসারী লোকদের শিক্ষা দেন।

১৬৮। পুকুরে জাল ফেল্লে, এমন কতকগুলো মাছ আছে, যারা একেবারে জালে পড়ে না, তাদের নিত্যসিদ্ধের ভাব। কতকগুলো জালে পড়ে, কিন্তু জোর করে ছিঁড়ে পালিয়ে যায়, মুক্তজীবের সঙ্গে

তাদের তুলনা করা চলে। কতকগুলো মাছ জাল থেকে পালাবার চেষ্টা করে, এদের অবস্থা মুমুক্ষু-জীবের ন্যায়। আর কতকগুলো মাছ নিশ্চিন্তমনে জালেই পড়ে থাকে, বদ্ধজীবের সঙ্গে তাদের তুলনা হতে পারে।

জীবনের উদ্দেশ্য।

১৬৯। ঈশ্বর লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য

১৭০। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে যে ব্যক্তি ঈশ্বরলাভ করবার জন্য চেষ্টা না করে, তার জন্মই বৃথা। *

---

* "লব্ধা সুদুর্লভতরং নরজন্ম জন্তু—
স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্বিবেকম্।
সংপ্রাপ্য চৈহিক সুখাভিরতো যদি স্যাৎ
ধিক্ তস্য জন্ম কুমতেঃ পুরুষাধমস্য॥"

(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ—২৪০)

১৭১। কর্ম্ম, জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তবে নিষ্কামকর্ম্ম ঈশ্বর লাভের একটী উপায় মাত্র। *

১৭২। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু, আর সবই অনিত্য। সুতরাং নিত্যবস্তু লাভের জন্য জীবের চেষ্টা করা উচিত। †

"যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।৭৪)

* "পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষনা বিনির্ম্মুক্ত স ভৈক্ষ্যং ভক্তুমর্হতি॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥"
(শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম)

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥
যুক্ত কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্ত কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"
(গীতা ৫।১১—১২)

† "বস্তু তাবৎপরং ব্রহ্ম নিত্যং সত্যং ধ্রুবং বিভু।
শ্রুতি প্রমাণে তজ্জ্ঞানাং স্যাদেব নিরপেক্ষকম্॥"
(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ—১৯৩)

১৭৩। টাকা এবং মেয়েমানুষ, জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। উহাতে কিছু ঐহিক সুখ দিতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ পথে উহারা কাঁটার স্বরূপ।

আগে ঈশ্বর—পরে আর সব।

১৭৪। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, সংসারে বিষম জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এলে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর বিষয় চিন্তা যত করবে, ততই আসক্তি বাড়তে থাকবে।

১৭৫। আগে পরশমণি ছুঁয়ে সোণা হও, সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোতা থাক, মাটি থেকে তোলবার পর, যে সোণা—সেই সোণাই থাকবে।

১৭৬। তেল হাতে মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আটা জড়ায় না, ঈশ্বরে ভক্তিলাভ ক'রে সংসার করলে—সংসারে জড়াতে হয় না। *

১৭৭। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। বুড়ী ছুঁয়ে পরে যা ইচ্ছা কর।

১৭৮। যে ধূলোপড়া জানে, সে সাতটা সাপ গলায় জড়িয়ে রাখতে পারে; ঈশ্বরে ভক্তিরূপ ধূলোপড়া শিখে সংসার কর, সংসারে নিরাপদে থাকবে।

১৭৯। বালক যেমন খুঁটি ধরে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে—পড়ে না, সেইরূপ আগে ঈশ্বরকে ধরে, পরে সংসারের যে কাজ ইচ্ছা হয় কর, তাতে

---

* "And if heavenly grace enter in and true charity, there will be no envy nor narrowness of heart, neither will self-love busy itself." (Imit. of Christ—3-9-3)

তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, তোমাকে বদ্ধ করতে পারবে না। *

১৮০। একের পিঠে পর পর শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু এক পুঁছে ফেল্লে শূন্যের কোনও মূল্য নাই ; সেইরূপ ঈশ্বরকে প্রথমে লাভ করে অপরাপর কাজ কর, সে সমস্ত সার্থক হবে ; যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তা হলে সকলই অনর্থক। †

১৮১। আগে ঈশ্বর, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার ইত্যাদি। ‡

* "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে॥"
(গীতা—১।৪৮)

† 'For divine charity overcometh all things, and enlargeth all the powers of the soul." (Imit. of Christ—3-9-3.)

‡ "Seek ye first the kingnom of Heaven and all other things will be added unto you." (New Test.)

১৮২। যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ সংসার মিথ্যা। তাঁকে ভুলে মানুষ "আমার" "আমার" করে, আর কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে আরও ডোবে।

১৮৩। তাঁকে লাভ করলে, সংসার আর অসার বলে বোধ হবেনা। যে তাঁকে জানতে পারে, সে দেখে—জীব জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যখন ছেলেদের খাওয়ায়, ভাবে—"গোপালকে খাওয়াচ্ছি।" পিতামাতাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী দেখে ও তাঁদের সেবা করে। স্ত্রীর সহিত আর ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না, তখন দুইজনেই ভক্ত, ঈশ্বরের কথা—তাঁরই প্রসঙ্গ নিয়ে থাকে, সাধু ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন জেনে, সকলকেই ভালবাসে—যত্ন করে।

১৮৪। তাঁকে যদি পাও, তবে সবই পাবে।

যোগ—ধ্যান ও যোগী।

১৮৫। যোগ যোগ—মনোযোগ। মনস্থির না হলে যোগ হয় না, তা যে পথেই যাও।

১৮৬। মানুষের মন চতুর্দ্দিকে নানাবিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে কুড়িয়ে এনে পরমাত্মাতে মন স্থির করার নাম যোগ। *

১৮৭। যেখানে হাওয়া নাই, দীপ-শিখা ঠিক সিধে হয়ে জ্বলে, কিন্তু একটু হাওয়া পেলেই শিখা চঞ্চল হয়। তেমনি বাসনার লেশ যদি মনে থাকে, তবেই মন চঞ্চল হবে, সে মনে যোগ সাধন হবে না।

১৮৮। মন যোগীর বশ, যোগী মনের বশে থাকে না।

১৮৯। ষোলআনা মন তাঁর জন্য দিলে, তবে তাঁকে পাবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার

---

* "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥"

(গীতা—২।৫৩)

উপায় নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হলে আর খবর যাবে না।

১৯০। নিক্তির একদিকে ভার বেশী হলে, উপরের কাঁটা ও নীচের কাঁটার মুখ এক হয় না। উপরের কাঁটা ঈশ্বর, নীচের কাঁটা মানুষের মন। এই দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ। কিন্তু সে রকম একাগ্র মন কয়জনের হয়! কামিনী কাঞ্চন ও বাসনার ভারে মানুষের মন সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কাজেই ঈশ্বরের সঙ্গে আর মনের :যোগ হয় না। যারা এ ভার তীব্র-বৈরাগ্যের জোরে ফেলে দিতে পারে, তাদেরই যোগ হয়।

১৯১। ঠিক দুপুরে ঘড়ির ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়,—ঠিক যোগ হলে সেইরূপ অবস্থা হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এক হয়ে যায়।

১৯২। যোগ চারি প্রকার—হঠযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। *

* "মাত্রাযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

১৯৩। শরীরকে আয়ত্বে আনবার জন্য ও শরীর সুস্থ রাখবার জন্য, যে সমস্ত ক্রিয়া করতে হয়, তাকে হঠযোগ বলে। এ যোগে শরীরের উপরেই বেশী মনোযোগ হয়,—কিসে দীর্ঘায়ু হবে এইদিকেই নজর যায়, ওতে ঈশ্বরের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ থাকে না। কলিতে অন্নগত প্রাণ, অল্প পরমায়ু. এ যুগের পক্ষে হঠযোগ ভাল নয়। *

১৯৪। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ মন রাখার নামই কর্ম্মযোগ। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করতে পারে। এ যুগের পক্ষে কিন্তু ভারি কঠিন। এ কালে সহজেই আসক্তি এসে পড়ে।

১৯৫। স্বস্বরূপকে জানা অর্থাৎ ব্রহ্মই আমার স্বরূপ—এই জ্ঞান লাভ করার যে উপায়, তার নাম

* "কৈশিদ্দেহমিমং ধীরা সুকল্পং বয়সি স্থিরম্।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে॥
নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ॥"

জ্ঞানযোগ। জ্ঞানের দ্বারা নেতি নেতি বিচার করে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার। সৎ অসৎ বিচার। বিচারের শেষ হলেই সমাধি, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

১৯৬। কোনও একটী ভাব অবলম্বন করে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করে তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ।

১৯৭। রাজযোগ মনের দ্বারা যোগ—বিচারের দ্বারা যোগ—ইহা ভক্তি যোগেরই মধ্যে।

১৯৮। ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে। *

---

* "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষু পীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥"

(শ্বেতাশ্বঃ উপঃ ২।১০)

১৯৯। মনকে একাগ্র করবার জন্য, ধ্যান করবার আগে খাণিকক্ষণ হাততালি দিয়ে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বোলবে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাত-তালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, সেই রকম ধ্যানের আগে হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে, মনের কুচিন্তা, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি চলে যায়। *

২০০। ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায় না। †

* "In silence and in stillness a religious soul profiteth and learneth the mysteries of the Holy Scripture. (Imit. of Christ XX 6.)

† "Shut thy door upon thee and call unto thee Jesus, thy Beloved. Stay with him in thy closet ; for thou shalt not find so great peace anywhere else.

(I. Cht. XX. 8.)

২০১। গভীর ধ্যান হলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। ঠিক ধ্যান যে হচ্চে তার একটা লক্ষণ এই যে, মাথায় পাখী বসবে জড় মনে ক'রে। *

২০২। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়, কথা কচ্চে তবু ধ্যান হয়। যেমন একজনের যদি দাঁতের ব্যামো থাকে, সে সব কর্ম্ম করছে, কিন্তু সেই দরদের দিকে মনটা রয়েছে।

২০৩। পাখী যখন ডিমে তা দেয়, তখন তার সব মনটা ডিমের উপরে, বাহ্যিক চেয়ে থাকে মাত্র। যোগীর চক্ষুও ঐ রকম ফ্যাল্‌ফেলে, বাইরের জিনিসে তাদের বড় নজর নাই। সর্ব্বদাই আত্মস্থ—সর্ব্বক্ষণ তাদের মন ঈশ্বরেতে রয়েছে।

২০৪। ঈশ্বর আমার হৃদয় মধ্যে আছেন, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করবে। এইরূপ করতে করতে

* "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥"

(গীতা ৬।১৯)

ঠিক তাই দেখতে পাবে। অভ্যাস করলে একই মন দ্বারা সংসারের কাজও করা যায়, আবার ঈশ্বর সাধনও হয়।*

২০৫। ঘোড়ায় চড়া বড় কঠিন, কিন্তু যারা অভ্যাস করে, তারা অনায়াসে তার উপরে নৃত্য করে থাকে, তাকে নিয়ে কত খেলা করে—যেমন সার্কাসে করে থাকে।

২০৬। যোগী দুই রকম। ব্যক্ত যোগী, আর গুপ্ত যোগী। যারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বর চিন্তা করে, তারা ব্যক্ত যোগী। আর যারা সংসারে আছে, কিন্তু মনে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে, তারা গুপ্ত যোগী।

---

* অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
(গীতা ১২।৯)

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
(গীতা ৬।৩৫)

২০৭। যোগীকে ধৈর্য্যরেতা হ'তে হয়। দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যরেতা থাকলে, তাকে 'ঊর্দ্ধরেতা' বলে। ঊর্দ্ধরেতা হলে তবে মেধানাড়ী জন্মে। তখন জ্ঞান লাভ করবার ও ধ্যান করবার যোগ্যতা হয়। *

২০৮। হাজার বৎসর রেত ধারণের পর যদি একদিন স্বপ্নেও তাহা স্খলন হয়, তা হলে সমুদয় যোগ ভ্রস্ট হয়ে যায়।

---

* "স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্॥"
"ব্রহ্মচর্য্যমলোভঞ্চ দয়াঽক্রোধঃ সুচিত্ততা।
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মঃ স্মৃতাঃ॥"

"They who for Thy love shall have renounced all carnal delights, shall find the sweetest consolations of the Holy Ghost."

(Imit. Christ 3-10-5.)

কর্ম্মকাণ্ড।

২০৯। কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। রজোগুণ থেকে কর্ম্মের উৎপত্তি। রজোগুণে ক্রমশঃ কাজের আড়ম্বর বেড়ে যায়, তাই শেষে তমোগুণ এসে পড়ে।

২১০। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে সেই রকম ফল পায়।

২১১। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বেড়ে যায়। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। *

২১২। কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম্ম। সোহংবাদীদের 'আমি সেই' চিন্তাও কর্ম্ম, নিশ্বাস ফেলা—এও কর্ম্ম।

---

* "A man is hindered, and distracted in proportion as he draweth external matters unto himself." (Imit. Christ 2-1-7.)

তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে, তা তুমি কর্ম্ম করতে ইচ্ছা কর, আর নাই কর। *

২১৩। সামনে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেই কাজই নিষ্কাম হয়ে কত্তে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ভগবানকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে দানই করতে লাগলো, কালী দর্শন আর হলোনা। আগে যো-সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। †

* "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

(গীতা ৩।৫)

† "A pure, sincere and stable spirit is not distracted, though it be employed in many works; for that it works all to the honor of God, and inwardly being still and quiet, seeks not itself in any thing it doth."

(Imit. of Christ III, 3)

২১৪। মনে হচ্ছে, অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে পড়ে, তা জানতে পারা যায় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরীব কাঙ্গালদের সেবা করলুম, মনে করলুম যে, অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েছে, বুঝতে পারা যায় না। তাই প্রার্থনা করতে হয়,—'হে ঈশ্বর! আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু কর্ম্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি, আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে ইচ্ছা না হয়।'*

---

* "যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥"
(গীতা ২।৬০)

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতে হর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
(গীতা ৩।৭)

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥
(গীতা ২।৪৮)

২১৫। যখন ঈশ্বরের নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন জেনো যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে, কর্ম্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল নাম বা ওঁকার জপলেই হল। *

২১৬। যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরে যায়; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বরলাভ হয়, তখন সন্ধ্যাদি

---

* "যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥"

(গীতা ২।৫২)

"স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥"

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

(ভাগবত ১১।৩।৩১—৩২)

কর্ম্ম চলে যায়। আর কর্ম্ম করতে হয়না—মনও লাগে না। *

২১৭। সমাধি হলে সব কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, সব ত্যাগ হয়ে যায়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমবে। এমন কি, তাঁর নামগুণ গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে। শেষে কর্ম্মত্যাগ ও সমাধি। †

---

* "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥"

(গীতা ৪।২৩)

† "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন সতত্ত্ববিৎ॥

(জীবন্মুক্তিবিবেকঃ)

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

(গীতা ৩।১৭)

২১৮। সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে—'নিতাই আমার মাত-হাতী।' ভাব গাঢ় হলে শুধু—'হাতী' 'হাতী' বলে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাব-সমাধি হয়। তখন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন করছিল, সে চুপ হয়ে যায়।

২১৯। মাতাল বেশী মদ খেলে, আর হুঁস রাখতে পারেনা। –একটু আধটু খেলে কাজকর্ম্ম চলতে পারে। ঈশ্বরের দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দেবেন।

২২০। ব্রাহ্মণ-ভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সুমুখে করে বসলো, তখন অনেকটা হৈ চৈ কম্‌লো, কেবল 'লুচি আন্' 'লুচি আন্' শব্দ হতে থাকে। যখন খেতে আরম্ভ করে, তখন বার-আনা শব্দ কমে যায়। যখন দই আসে—তখন কেবল সুপ্ সাপ্—শব্দ নাই বল্লেই হয়। খাবার পর নিদ্রা, তখন সব চুপ্।

২২১। গৃহস্থের বৌ, সংসারের নানারকম কাজে

ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হলে, ক্রমে তার কাজ কমে যায়। দশমাসে প্রায় আর কোন কাজ করতে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। তখন কেবল তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। ঈশ্বরকে লাভ করলে কর্ম্ম কমে যায়, তখন কেবল তাঁকেই দর্শন ও সেবা ক'রে আনন্দ হয়। *

২২২। যা কিছু কর্ম্ম আছে, শেষ হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। গৃহিণী—বাড়ীর কাজকর্ম্ম ও রান্নাবান্না সেরে, যখন নাইতে যায়, তখন আর ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও আসে না।

---

* "তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব চিন্তয়তি।" (নারদভক্তিসূত্র ৫৬)

জ্ঞান বিচার—তর্ক।

২২৩। হাটের দূরে থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা যায়। কিন্তু যখন ভিতরে যাবে, তখন শুনবে আলু দাও, বেগুন দাও, চা'ল দাও, ডাল দাও। যার যা দরকার নিচ্ছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যারা তর্ক করে, তারা তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে আছে। যারা তাঁর নিকটে গিয়েছে, তারা স্পষ্ট সব বুঝতে পারে, আর তর্ক করে না। *

২২৪। মৌমাছি যতক্ষণ না মধু পায় ততক্ষণ গুণ্ গুণ্ করে, মধু পেলে আর গুণ্ গুণ্ করে না। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম লয়ে গোলমাল করে, ততক্ষণ সে

---

* "It is tedious to me often to read and hear many things. In Thee is all that I would have and can desire." (I. ch.

ধর্ম্মের আস্বাদ পায় নাই, আস্বাদ পেলে চুপ করে যায়। *

২২৫। ছেলে যতক্ষণ না মাই খেতে পায়, ততক্ষণই কাঁদে। মাই পেলেই তার কান্না থেমে যায়। মানুষ যতক্ষণ না ধর্ম্মের স্বাদ পায়, ততক্ষণই গোল করে বেড়ায়। আস্বাদ পেলে তখন চুপ ক'রে আনন্দ উপভোগ করে।

২২৬। যে পুকুরে সামান্য জল, সে জল আস্তে আস্তে হাতে তুলে খেতে হয়, নাড়তে নাই,—নাড়লে ভিতর থেকে ময়লা উঠে জল ঘোলা করে ফেলে। সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র মন ও বুদ্ধিতে বেশী তর্ক যুক্তি

---

*"যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি॥"

(নারদভক্তিসূত্র ৬)

প্রভাঃ প্রাপ্যেব দীপ্তাং শোরবশ্যায়োদবিন্দবঃ।
ত্বাং প্রাপ্য প্রলয়ং যান্তি দোষা বাদাশ্চ বাদিনাম্॥

(প্রজ্ঞাপরিমিতা সূত্র

তুলে মনকে গুলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারায় ধীরে ধীরে ঈশ্বর পথে এগুনো উচিত। *

২২৭। বাগান বেড়াতে এসে কোন্ গাছে কত আম হয়েছে, বাগান তৈয়ারি করতে কত খরচ পড়েছে, এখন কত দাম হবে, এসব খবরে কি দরকার? মালিকের সঙ্গে দেখা শুনা ক'রে গোটা কতক আম খাও—যে শরীর ঠাণ্ডা হবে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ শাস্ত্রীয় মীমাংসা—তর্ক,—কেন সৃষ্টি হোলো,—কোথায় তার আগা,—কোথায় তার

* "Many words do not satisfy the soul but a good life comforteth the mind, and a pure consciece giveth great assurance in the sight of God." (Imit. Christ. II. 2).

"Cease from an inordinate desire of kowledge, for therein is much distraction and deceit." (Ibid, II. 2).

গোঁড়া'—এই সব বিচারে কি দরকার! তাঁকে লাভ ক'রে আনন্দ সম্ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। *

২২৮। এক ঘটি জল খেলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, তা মাপবার কি দরকার? আধ বোতল মদ খেলে মানুষ বেহুঁস হয়ে গড়াগড়ি দেয়, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ জেনে কি লাভ? ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বিচার করে কি হবে, কি বুঝবে! তাঁর কতটুকু ইয়ত্বা করবে! ভক্তি ও

* "Surely, an humble husbandman that serveth God, is better than a proud philosopher that neglecting himself, laboreth to understand the course of the heavens."

(Imit. Christ. II. 1)

"There be many things, which to know doth little or nothing profit the soul."

(Ibid. II. 2.)

বিশ্বাস দ্বারা তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, প্রাণ ভরপূর হয়ে যাবে। *

২২৯। ভগবানকে ঠিক্ ঠিক্ কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হলো। এক ঘটী জল হলেই তৃষ্ণা মেটে, এক পাতকুয়ার জলের কি দরকার? দুই চারটা দানা পেলেই পিঁপেড়ের হেউ ঢেউ হয়ে যায়, চিনির পাহাড়ের খোঁজে তার কি দরকার?

---

* "What availeth it to cavil and dispute much about dark and hidden things; whereas for being ignorant of them we shall not be so much as reproved at the day of Judgement?"

(Eccles. 3-9-11).

"All arguments will vanish before one touch of nature." (Colman).

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৪৯)

২৩০। বিচার করলে কি হবে! পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছুই থাকে না।

২৩১। তর্ক বিচার এসব নিয়ে কি হবে। তাঁতে একেবারে ডুবে যাও। হনুমানকে একজনে জিজ্ঞাসা করেছিল "আজ কি তিথি"? হনুমান বল্লে, "আমি বার, তিথি, নক্ষত্র—ও সব কিছুই জানি না, কেবল মাত্র আমি এক রামের চিন্তা করি—রামকেই জানি।"

জ্ঞান ও ভক্তি।

২৩২। জ্ঞান ও ভক্তি দুইই পথ। ভক্তিপথে আচার একটু বেশী ক'রে করতে হয়। জ্ঞানপথে অনাচারে তত দোষ হয় না। বেশী আগুণে কলাগাছও পুড়ে যায়।

২৩৩। জ্ঞানবিচার—পুরুষ মানুষ, বারবাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি—ঈশ্বরে ভালবাসা—

মেয়ে মানুষ, অন্তপুর পর্য্যন্ত যায়। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখো। *

২৩৪। জ্ঞান সূর্য্য—ভক্তি চন্দ্র। সূর্য্যের তাপে সব জ্বালিয়ে দেয়, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে প্রাণ শীতল করে।

২৩৫। শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধভক্তি—এ দুই-ই এক জিনিস। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধ-ভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়।

---

* "Enlarge Thou me in love, that with the inward palate of my heart I may taste how sweet it is to love, and to be dissolved, and as it were, to bathe myself in Thy love." (Imit. Christ.—3-5-6).

"The nearer the church, the further from God." (J. Heyword.)

জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

২৩৬। এ যুগে জ্ঞানযোগ অত্যন্ত কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম; আর দেহবুদ্ধি কোনমতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হবেই না।

২৩৭। এক জ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান।*

---

* "He to whom all things are one, he who reduceth all things to one, and seeth all things in one, many enjoy a quiet mind, and remain peaceable in God."

(Imit. Christ 1-3-2).

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনং॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টো পপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
আধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনং।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা॥

(গীতা ১৩।৭—১১)

২৩৮। নানাজ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান।

২৩৯। জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান, একই কথা।

২৪০। অদ্বৈত জ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন মানুষ দেখতে পায় যে, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি বিরাজ করছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। তাই—'অদ্বৈত,—চৈতন্য,—নিত্যানন্দ।'

২৪১। চৈতন্যলাভ হলে তবে চৈতন্যস্বরূপকে জানতে পারা যায়।

২৪২। আত্মাকে সাক্ষাৎকার করার নামই জ্ঞান। ব্রহ্ম—এ নয়, ও নয়, জগৎ নয়, এইরূপ নেতি নেতি ক'রে বিচার করতে করতে, যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয়, তখনই ঠিক জ্ঞান হয়। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়। *

* "এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যোবার্ব্বতো মুহুঃ॥"

২৪৩। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ; এই মহাকারণে মন গেলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২৪৪। ব্রহ্মজ্ঞান যে কি, তা কেউ মুখে বলতে পারে না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, এই সবই উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেন না, বার বার পড়া হয়েছে—মানুষের মুখে উচ্চারণ হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান আজও কেউ মুখে বলে ব্যক্ত করতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির বস্তু। *

২৪৫। বালককে রমণ সুখ বোঝান যায় না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় উপনীত না হলে, কাকেও তা বোলে বোঝান যায় না।

সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি॥
নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্ত বেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।২১-২৩

* "উচ্ছিষ্টং শর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ব বিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥"
(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫২ শ্লোক)

২৪৬। বিবাহের পর অনেক দিন বাদে একটা মেয়ের স্বামী এসেছে। রাত্রে দু'জনে এক সঙ্গে রইল। পরদিন সকালে ঐ মেয়েটির সঙ্গিনীরা জিজ্ঞাসা করলে,—'হ্যালা তোর স্বামী এসেছে, তা কাল তোর কেমন আনন্দ হলো?' তখন সেই মেয়েটী একটু হেসে বল্লে, 'যখন তোদের স্বামী আসবে, তখন তোরা বুঝতে পারবি, এ আনন্দ বলে বোঝান যায় না।' ব্রহ্মজ্ঞানের এই রকম অবস্থা।

২৪৭। একজন সমুদ্র দেখতে গিয়েছিল, যখন সে ফিরে এল, তখন সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—সমুদ্র কেমন দেখলে?' সে বল্লে—'ঐ জল, ঐ জল, ঐ জল'—এর বেশী আর সে বলতে পারলে না। ব্রহ্মজ্ঞানও এই রকম, মুখে প্রকাশ করা যায় না। *

---

* "অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিত সলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥"

(বিবেকচূড়ামণিঃ ৪১১)

২৪৮। ব্রহ্মজ্ঞান—জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার, সত্ত্ব-রজোতমঃ তিন গুণের পার, প্রকৃতিরও পার। *

২৪৯। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তির লেশমাত্র থাকলে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। †

২৫০। যতক্ষণ বোধ হয় ঈশ্বর সেথা সেথা—অর্থাৎ দূরে, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা—অর্থাৎ 'তিনিই ইনি'—এই হৃদয় মধ্যে বিরাজ করছেন দেখা যায়, তখনই জ্ঞান। ‡

* "দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।
নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ॥" (পঞ্চদশী)

† "পৃথিব্যাং যানি ভূতাদি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥
(উত্তরগীতা ৩ অঃ ৫ম শ্লোক)

"কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানা দুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্ব্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ॥"
(পঞ্চদশী)

‡ "মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাজনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষ বরাননে॥"
(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৪৮।৪৯ শ্লোক)

জ্ঞানীর অবস্থা।

২৫১। বোবা স্বপ্ন দেখলে, যেমন সেই স্বপ্ন সে কিছুতেই প্রকাশ করতে পা'রে না, ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থাও তদ্রূপ। কোন মতে ব'লে প্রকাশ করা যায় না। *

২৫২। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। যার উপলব্ধি হয়, সে কিছু বলতে পারে না, খবর দিতে পারে না। যেমন, কয়জন বন্ধু বেড়াতে গিয়ে, খুব উচু পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। তার ভিতরে কি আছে, তাদের জানবার ভারি ইচ্ছা হল। একজন পাঁচিল বেয়ে উঠে ভিতর দিকে দেখে হো হো হো করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো।

---

* "মূকাস্বাদনবৎ।"

"আকাশোহ্যবকাশশ্চ আকাশ ব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে॥"

(উত্তরগীতা ১ অঃ ৪৭ শ্লোক)

যে দেখতে উঠে, সেই এই রকম করে, ভিতরে লাফিয়ে পড়ে যায়। কেউ আর খবর দিলে না।

২৫৩। সমুদ্রের বাতাস লাগলে গাছপালা সব গলে যায়, সেই রকম ব্রহ্মসাগরের বাতাস লাগলে জীবও গলে যায়—তার সকল বন্ধন ছেদন হয়। ঐ বাতাস লেগে সনন্দ সনৎকুমার গলে গেলেন। নারদ দূর থেকে ব্রহ্ম-সাগর দর্শন ক'রে আপনহারা হয়ে হরিগুণগান করে পৃথিবী বেড়াতে লাগলেন। শুকদেব তীরস্থ হয়ে ব্রহ্মবারি স্পর্শ ক'রে বিভোর হয়ে পড়লেন। জগৎগুরু সদাশিব তিন গণ্ডূষ জল পান ক'রে শব হয়ে রইলেন। এ সমুদ্রের ইয়ত্তা কে করবে? *

* "যত্র সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"
(শ্রুতিঃ)

"যো নিত্যমধ্যাত্মময়ো নিত্যমন্তর্মুখঃ সুখী।
গম্ভীরশ্চ প্রসন্নশ্চ গিরাবিব মহাহ্রদঃ॥"
(সাংখ্যসার)

২৫৪। আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড হয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ, এই সব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে, আর জীবনে একটা তোলপাড় করে দেয়, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে — বুঝে সুজে—কিছু একটা করবার আর ক্ষমতা থাকে না। তখন ঠিক ভগবানের হাতের পুতুল, যেমন নাচান, তেমনি নাচে। *

২৫৫। যাদের জ্ঞানলাভ হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না। ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, তারা যে কর্ম্ম করে—সকলই সৎকর্ম্ম।

* "He is not hindered by outward labor, or business which may be necessary for the time ; but as things fall out, so he accommodates himself to them."

(Imit. Christ—2-1-7).

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা ২।৫৮)

২৫৬। যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। *

২৫৭। পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। আমি-রূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়েই গলে যায়, আর কথা কইবে কে? †

২৫৮। ব্রহ্মজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের মত স্বভাব হয়ে যায়, তখন স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি থাকে না। ‡

---

* "বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে॥"
(বিবেকচূড়ামণি ৫৬৫)

† "ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবান্ মুনিঃ॥"
(বিবেকচূড়ামণি ৫৬৭)

"চলি পূত্‌রি লোন্‌কী আসমুদ্রকো লেন্।
অপ্ আপো ভই পল্‌ট কাহেকো বয়েন্॥"
(দোঁহা)

‡ "ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্তা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্‌রমতে নির্ম্মমো নিরহং সুখী॥"
(বিবেকচূড়ামণি ৫৩৮)

২৫৯। জ্ঞানীর সংসারে আঁট থাকে না। হয়ত তার খুব ঐশ্বর্য্য—কোচ, কেদারা, জুড়ি, গাড়ী, ঘোড়া ;—এ সব ফেলে দিয়ে সে স্বচ্ছন্দে কাশীবাসী হল।

২৬০। জ্ঞানীর ঈশ্বরে যথেষ্ট ভালবাসা থাকে। তাঁর জন্য প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। যে শুধু বই পড়ে, বা বিচার করে, অথচ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা নাই, সে জ্ঞানী নয়। *

২৬১। মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখনি পূর্ণজ্ঞান হবে। তিনি সাধুরূপে, খলরূপে, ছলরূপে, লুচ্চরূপে, মানুষ সেজে বেড়াচ্ছেন।

২৬২। জীবের কুণ্ডলিনী-শক্তি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। যেমন তাঁর নিদ্রা

---

‡ "শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"
অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠ ১।৩।৭)

ভাঙ্গে, অমনি ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়। ভাব, ভক্তি, প্রেম, এ সব আপনিই আসতে থাকে।

২৬৩। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; নাম, রূপ, এ সব স্বপ্নবৎ।

২৬৪। দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয় যে, ঠিক এক গাছা দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। জ্ঞানীর কেবল ক্রোধের আকার, অহঙ্কারের আকার, অর্থাৎ বাইরে দেখায় যে, ক্রোধ আছে, কি অহঙ্কার আছে, কিন্তু সেটা সত্যকার ক্রোধ বা অহঙ্কার নয়। সে কারু অনিষ্ট করতে পারে না। *

২৬৫। ঠিক দুপুর বেলায় যখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে উঠে, তখন তার নীচে দাঁড়ালে আর

*"রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥"

ছায়া দেখা যায় না। ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধি হলে—জীবের আর অভিমান থাকে না।

২৬৬। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম, আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।' যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? *

২৬৭। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে 'সোহম্'—অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা। এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা'—এ কিরূপে হতে পারে!

* "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥"
(গীতা ২।৫৫)

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"
(গীতা ২।৫৬)

২৬৮। 'সোহম্' —আমি সেই, এ অভিমান ভাল নয়। দেহবুদ্ধি থাকতে যে এরূপ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়—এগুতে পারে না। বরং ক্রমশঃ তার অধঃপতন হয়।

২৬৯। জ্ঞান হওয়ার পর যদি অহং থাকে, তবে সে বিদ্যার আমি, ভক্তির আমি, দাস আমি। সে অবিদ্যার আমি নয়।

২৭০। সংসারে থেকেও জ্ঞানলাভ হয়, তার লক্ষণ এই যে, হরিনামে নয়নে ধারা বেয়ে পড়ে, আর সর্ব্ব শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। *

২৭১। যার জ্ঞানচৈতন্য হয়েছে, সে ঈশ্বরীয় কথা বই আর কোনও কথা কয়না, বা তার আর অন্য কোনও কথা বলতে বা শুনতে ভাল লাগে না।

২৭২। সারসির ঘরে কেউ থাকলে, সে ভিতর বাইরে দুই সমান দেখতে পায়। যে জ্ঞানী সংসারে

---

* "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।

থাকে—সে ব্যক্তি সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর—একই দেখে, অর্থাৎ এই জগৎ—ব্রহ্মেরই বিকাশ ব'লে জ্ঞান করে।

২৭৩। সংসারাশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাসাশ্রমের জ্ঞানী, এই দুইই এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীর যথেষ্ট ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনরূপ কাজলের ঘরে থাকতে গেলেই, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই। মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, নষ্ট হবার ভয় থাকে না; কিন্তু ঘোলের হাঁড়িতে রাখলে সন্দেহ হয়। *

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রজলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" (ভাগবত ২।৩।২৪)

"He that loveth, flieth, runneth and rejoiceth ; he is free, and cannot be held in.
(Imit. Christ—3-5-4).

* "আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি।"
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৪)

বিজ্ঞান।

২৭৪। বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ রূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দুধ দেখেছে, সে জ্ঞানী। যে দুধ খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান। কেবল ঈশ্বর আছেন—এ জ্ঞান অজ্ঞান; ঈশ্বর দর্শন বা উপলব্ধি জ্ঞানের কার্য্য; এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁর সেবা করা, তাঁকে নিয়ে সম্ভোগ করা—যেন তিনি পরমাত্মীয়—এরই নাম বিজ্ঞান।

২৭৫। কাঠে আগুণ আছে, এ যে শুনেছে তার অজ্ঞান; যে দেখেছে তার জ্ঞান; আর যে কাঠ

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হা হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৪)

থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করেছে, তারই বিজ্ঞান। ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক এই ভাব।

২৭৬। ছাদে উঠতে হলে, সিঁড়ির ধাপ এক একটী করে ত্যাগ করে তবে ছাদে উঠতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠে যদি বিচার করে দেখ, তখন দেখতে পাবে যে, যে ইট চূণ সুরকিতে ছাদ তৈয়ারি, সেই ইট চূণ সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারি হয়েছে। এমনি প্রথমে নেতি নেতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, পরে দেখা যায় যে, ব্রহ্মও যে বস্তু, এই জীবজগৎও সেই বস্তু। যিনি আত্মা তিনিই আবার পঞ্চভূত হয়েছেন। এই জ্ঞান যার হয়, তারই বিজ্ঞান।

২৭৭। বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়, তার মনটা একদম্ ফাঁক ও নির্ম্মল। তাতে কাম ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।



ভাব ও মহাভাব।

২৭৮। সাধক, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করবার পূর্ব্বে কোনওরূপ একটী ভাব আশ্রয় ক'রে তবে তাঁর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

২৭৯। ভাব পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। *

২৮০। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভক্তি-ভাব, তাহার নাম শান্ত। যেমন সনকাদি ঋষিদিগের ভাব।

২৮১। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যে ভালবাসার ভাব, তাকে দাস্য বলে। যেমন হনুমানের রামসীতার প্রতি। †

---

* "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ১)

† "সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥"
(ঐ প্রেমভক্তিলহরি ১)

২৮২। ভ্রাতা ভগ্নী এবং বন্ধুবর্গের সহিত যে ভালবাসার ভাব, তাহার নাম সখ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাখালদের এই ভাব ছিল।

২৮৩। সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে ভাব, তাকে বাৎসল্য ভাব কহে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার ভাব।

২৮৪। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকে মধুর ভাব কহা যায়। যেমন শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণে মধুর ভাব।

২৮৫। সাধনায় প্রবৃত্ত হবার অবস্থায় যে ভাব, তাকে জ্ঞানভাব বলে; এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হ'লে সেই ভাব পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাকে বিজ্ঞানভাব বা প্রেমভাব বলে।

২৮৬। যে কোন ভাব আশ্রয় কর না কেন, তাকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা পেতে হবে। যখন গাছ ছোট থাকে, তখন বেড়া না দিলে, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। ভাবেরও প্রথম অবস্থায় বেড়া দিতে হয়—অর্থাৎ স্বীয় ভাবের লোক ছাড়া অপর ভাবের

লোক সহ মিশতে নাই। গুঁড়ি হলে অর্থাৎ ভাব পেকে গেলে, ঈশ্বর দর্শন হলে, তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হবে না। তখন যে ভাবের লোকের সঙ্গে মেশোনা কেন, নিরাপদে থাকবে। *

২৮৭। ভাবের পূর্ণতা হলে সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করে—তাঁহাতে লীন হয়ে যায়—এই অবস্থাকে মহাভাব বলে। সে সময়ে তার কোনওরূপ বাহ্য চৈতন্য থাকে না। এই অবস্থায় অষ্টবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণ—হর্ষ, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ, আনন্দধারা, নর্ত্তন, বিবর্ণ, মৃতবৎ অবস্থা,—ইত্যাদি দেহে প্রকাশ পায়। মহাভাব বা সমাধি এক কথা। †

---

* "A bird's weight can break the infant tree, Which after holds the aery in his arms."

(R. Browning.)

"Withstand the beginnings, for an after remedy comes often too late."

(Imit. Christ. 1-3-5)

† "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(ভাগবতঃ ১১।২।৩৮)

সমাধি।

২৮৮। সমাধি দুই প্রকার, নির্ব্বিকল্প এবং সবিকল্প।

২৮৯। অখণ্ড সচ্চিদানন্দে আপনাকে একীকরণ অর্থাৎ লীন (*Dilute*) ক'রে ফেল্লে যে অবস্থা হয়, তাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি কহে।

২৯০। কোনওরূপ ভাবাশ্রয় করে তাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ করার নাম সবিকল্প সমাধি। ইহা ভক্তি মতের চরমাবস্থায় হয়। ইহারই নাম মহাভাব। *

২৯১। সমাধি হলে মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, আর অহংজ্ঞান থাকে না।

২৯২। ভাব হলে মানুষ অবাক হয়, বায়ু স্থির হয়ে যায়, তখন আপনিই কুম্ভক হয়। †

---

* ব্রহ্মানন্দরসাবেশীদেকীভূয় তদাত্মনা।
বৃত্তের্য্যা নিশ্চলাবস্থা স সমাধিরকল্পকঃ॥"
(সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহঃ ৯৯)

† "লয় বিক্ষেপ রহিতং মনঃ কৃত্বা সুনিশ্চলম্।
যদা যাত্যমনী ভাবং তদা তৎপরমং পদম্॥"
(মৈত্রী উপঃ)

২৯৩। সমাধি অবস্থায় দেহের মধ্যে বায়ুর নানারকমের গতি হয়। কখনও পিঁপড়ের মত গতি, কখনও বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে পড়ে—এই রকম গতি ; আবার কখনও মাছ যেমন জলের ভিতর সো করে চলে যায়, এই রকম গতি হয়।

২৯৪। অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিলেন, তখন মাছের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নাই। এই রকম একলক্ষ্য হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়।

২৯৫। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার 'টং' শব্দ ক্রমে 'ট—অ—ম্' হয়।*

২৯৬। ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়। আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়।

২৯৭। হাঁড়ির ভিতরকার জ্যান্ত মাছকে গভীর

* "তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্ দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।"

জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন আনন্দ হয়, সমাধি অবস্থায় সেইরূপ আনন্দ হয়ে থাকে। *

২৯৮। গভীর জল থেকে মাছটা এলে, জল নড়ে; তেমন তেমন মাছ হলে, জল তোলপাড় করে; তাই, ভাবে—হাসে, কাঁদে, নাচে গায়।

২৯৯। হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি',—'আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি'—এ সবই শক্তির এলাকা মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

* "O God, who art the truth, make me one with Thee in everlasting Charity"

(Imit Christ. 1-9-2)

"সমাধি নির্ধৌত মলস্থ চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি বৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

(মৈত্রী উপঃ)

ঊর্দ্ধ পূর্ণমধঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং বদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

৩০০। সাধারণ জীবে,—একুশ দিন সমাধিস্থ অবস্থায় থাকলে দেহ ছেড়ে যায়।

৩০১। সমাধিস্থ লোকে, সমাধি থেকে নেমে কেবল ভক্তি ও ভক্ত নিয়েই থাকেন, তা ছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর মন দাঁড়াতে পারে না।

ভক্তি ও প্রেম।

৩০২। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বর লাভ করা যায়। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও অপর নানা পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে পথ এখন ভারি কঠিন। শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল-পাচন চলে না, সে ব্যবস্থা

করতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল —ফিবার মিকশ্চার। *

৩০৩। ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম ;—তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক যায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক যায়গায় যাবে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরে যান, তা'হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। সর্ব্বশক্তিমান ভক্তবৎসল ভগবান মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন, তবে ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ছেলে, তুমি মা'—এই অভিমান রাখতে চায়। †

* "এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরে হরিঃ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে।"
(ভাগবৎ ১১।৫।৩৫—৩৬)।

† "নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"
(পদ্যাবলী ৬৩)।

৩০৪। ভক্তিমতে—প্রথমে নিষ্ঠা, পরে ভাব, তৎপরে প্রেম, এই প্রেমের পরে মহাভাব। *

৩০৫। যতই ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া যায়, ততই অন্তরে ভাব ভক্তির বিকাশ হয়। নদী সাগরের নিকটে যত যায়, ততই তাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।

৩০৬। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরতে হয়, তবেই ভক্তি হয়।

৩০৭। ভক্তিতে প্রাণ মন একেবারে ঈশ্বরে লীন হয়, মিশিয়ে যায়।

৩০৮। ভক্তি আট রকম। জ্ঞান-ভক্তি, বিধিবাদীয় বা বৈধীভক্তি, প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি,

---

* "আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বিজ্ঞান-ভক্তি, শুদ্ধভক্তি, অহৈতুকী-ভক্তি, উর্জ্জিতা-ভক্তি এবং মধুরভক্তি।

৩০৯। ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞানে—নামগুণ-কীর্ত্তন, অর্চ্চনা, বন্দনা, শ্রবণ, আত্ম-নিবেদন ইত্যাদি যে সকল কার্য্য করা যায়, তাকে 'জ্ঞান-ভক্তি' কহে। অথবা—কৃষ্ণই সব হয়েছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই কালী, এ সব জগৎব্রহ্মাণ্ড সকলই তিনিই হয়েছেন, এরূপ জ্ঞানকেও 'জ্ঞানভক্তি' বলে। *

৩১০। এত জপ করতে হবে, উপবাস করতে হবে, তীর্থ যেতে হবে, এত উপাচারে পূজা করতে হবে, এতগুলো বলি দিতে হবে—এই সব বৈধী

* "অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিংবা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগ সেবারতিরাত্মলব্ধা॥"

(ভাগবত ৩।৭।১৪)

বা বিধিবাদীয় ভক্তি। এই সব করতে করতে তবে প্রেমভক্তি আসে। বৈধীভক্তি—যেমন হাওয়া পাবার জন্য পাখা করা। যদি দক্ষিণে বাতাস আপনি বয়, তবে আর পাখার আবশ্যক হয় না। *

৩১১। যখন সংসার-বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, যখন ভগবানে ষোলআনা মন হবে, যখন তাঁর উপরে পূর্ণ ভালবাসা হবে, তখনই প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি। এই ভক্তিতে ঈশ্বর দর্শন হয়। †

* "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥
(ভাগবত ১১।১৪।১৯)

† "Devotion wafts the mind above
But Heaven itself descends in love"
(Byron)

"স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্টাত্মনি পরেহরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ॥"
(ভাগবত ৩।৭।১২—১৩)

৩১২। ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁকে ভক্ত প্রত্যক্ষ ভাবে যে সেবা করে, তার নাম বিজ্ঞান-ভক্তি।

৩১৩। শুদ্ধ বা নিষ্কাম-ভক্তি। এই ভক্তিতে নিজের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না। ভগবানের প্রীতিকর কার্য্য করা, তাঁহার সুখ সম্পাদন আকাঙ্ক্ষা করাই, এই ভক্তির উদ্দেশ্য। বৃন্দাবনে গোপীনীদের শ্রীকৃষ্ণে এই শুদ্ধাভক্তি ছিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। *

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(নারদ পঞ্চরাত্র)

* "Love feels no burden, thinks nothing a trouble, attempts what is above its strength, pleads no excuse of impossibility : for it thinks all things lawful for itself and all things possible."

(Ibid.—3·5·4)

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যাদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

৩১৪। ভগবানকে, কেন—কি কারণে ডাকা, তাঁকে লাভ করেই বা কি ফল হবে, ইহার কোনও কারণ জানা নাই, অথচ তাঁকে না ডেকে কিছুতেই প্রাণ মন স্থির থাকে না, তাঁর প্রতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ না ক'রে হৃদয় মানে না, তাঁর কাছে কোনও প্রয়োজন নাই, অথচ তাঁকে দেখিতে ভালবাসি, এইরূপ যে ভক্তি—তাকে অহৈতুকী বা হেতুশূন্য-ভক্তি বলে। ভক্ত প্রহ্লাদের এই ভক্তি ছিল। *

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

(ভাগবত ৩।২৯।১২-১৪)

* "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥
(হরিভক্তিবিলাস ১১।৩৮২)

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয়্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।২৯)

৩১৫। যা কিছু নয়নে দর্শন হয়, বা যা কিছু শ্রবণ করা যায়, তাতেই আপনার ইষ্টকে দর্শন করা— উর্জ্জিতা ভক্তির লক্ষণ। যেমন বেতবন দেখে বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দেখে যমুনা মনে হওয়া, তমাল দেখে শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়া। 'যাহা যাহা আঁখি পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

৩১৬। ভগবানকে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে অনুরক্তা স্ত্রীর ন্যায় তাঁকে ভালবাসার নাম মধুর-ভক্তি। ইহার উপমা—একমাত্র শ্রীরাধা।

৩১৭। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁর সমস্ত ব্যাপার জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করাই একমাত্র আবশ্যক। *

* "তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"
(ভাগবত ১০।১৪।২৯)

৩১৮। তাঁতে যদি ভক্তি হল—তো সবই হ'ল। আর কিছুরই দরকার নাই।

৩১৯। ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য,—এই সব তিনি চান। *

৩২০। ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে—বিবেক, বৈরাগ্য, এ সব আপনিই আসে।

৩২১। যতক্ষণ না তাঁর উপরে ভালবাসা হয়, ততক্ষণ কাঁচা-ভক্তি; তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন পাকা-ভক্তি।

৩২২। কাঁচা-ভক্তি—ঈশ্বরীয় কথা, উপদেশ, এসব ধারণা করতে পারে না। পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণা হয়। কাঁচে যদি মশলা মাখান থাকে, তা হলে ছবি রয়ে যায়, কিন্তু শুধু কাঁচে ছবি থাকে না।

৩২৩। ভক্তি লাভ করলে বিষয় কর্ম্ম আপনা-

* পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥
গীতা ৮।২২)

আপনি কমে যায়, আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর আস্বাদ পেলে, আর কি কেউ চিটেগুড় খায়! *

৩২৪। ঈশ্বরে যার ঠিক ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা, এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে—দেহ সুখের জন্য, কি লোক মান্যের জন্য, আবার জপ তপ কি? এ সবই ত অনিত্য।

৩২৫। ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তিলাভ হলেই কর্ম্ম কমে যায়।

৩২৬। যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে।—রাজা, দুষ্টলোক, স্ত্রী।

---

* "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(গীতা ২।৫৯)

"Love desires to be free, and estranged from all worldy affections, that so its inward sight may not be hindered; that it may not be entangled by any temporal prosperity, or by any adversity subdued."
(Imit. Christ—3-5-3)

নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরপথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে, ঈশ্বরের কৃপাতে সেও ক্রমে ভাল হয়। *

৩২৭। হিংচে শাক—শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উল্টে উপকার হয় ;—মিছরি—মিষ্টির মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিচরী খেলে অম্বল নাশ হয় ;—প্রণব—বর্ণের মধ্যে নয়, ভূদেব ব্রাহ্মণ—মনুষ্য মধ্যে নয়, ভক্তি-কামনা—কামনার মধ্যে নয়। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি কামনা করতে পার, এ কামনায় কোনও দোষ হয় না। বিষয় কামনা করতে নাই।

৩২৮। যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবে—তখন তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তিলাভ হয়, এই প্রার্থনা করবে।

* Love is a great thing, yea, a great and thorough good: by itself it makes every thing that is heavy, light; and it bears evenly all that is uneven."

(Imit. Christ.—3-5-3).

৩২৯। ভক্তির তমো আনবে। ভক্তি পাবার জন্য তাঁর কাছে জোর কর, আবদার কর। *

৩৩০। ঈশ্বরের প্রতি ভাব পাকলে, তাকে প্রেম বলে। এ প্রেম অতি দুর্লভ জিনিস।

৩৩১। প্রেম রজ্জু স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। ঈশ্বর-কোটি না হলে প্রেম হয় না।

৩৩২। ঈশ্বরে প্রেম অর্থাৎ ভালবাসা হলে, বাহিরের জিনিস সব ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়,—নিজের দেহ—যা এত প্রিয় জিনিস, এর উপরেও মমতা থাকে না, দেহাত্ম-বোধ একেবারে চলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে, প্রেম হয় না †

* "অভিসন্ধায যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।৮)

† "ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষ মনোরথান্তরঃ

৩৩৩। প্রেমের সঙ্গে জ্ঞান একেবারে মিশ্রিত নাই, তাতে আছে কেবল অহংতা—'আমি' 'আমার' জ্ঞান, এবং মমতা—ভালবাসা। যশোদার শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাভক্তি ছিল—তিনি ভাবতেন,—'আমার গোপাল' 'আমি গোপালকে না দেখলে আর কে দেখবে'! কৃষ্ণ যে ভগবান, যশোদার এ জ্ঞান একেবারে ছিল না। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে 'গোপীনাথ' বল্‌তো, 'জগন্নাথ' বল্‌তো না। *

৩৩৪। প্রেমের স্বভাব এই– প্রেমিক আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট

বদ্ধাহনৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং॥"
(গোস্বামী পাদোক্তশ্লোক)

"অমূল্যধন্যাসি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত! হা হন্ত! কথং নয়ামি?"
(কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১)

মনে করে—পাছে তার কোন কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা—যাকে ভালবাসে, তার পায়ে কাঁটাটিও না ফোটে।

৩৩৫। প্রেম চারি প্রকার। সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী এবং একাঙ্গী।

৩৩৬। আপনার সুখ বা দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রেখে, প্রেমাস্পদের সুখকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করার নাম—সমর্থা প্রেম। শ্রীমতীর এই প্রেম ছিল—কৃষ্ণ সুখে সুখী।

৩৩৭। তোমারও সুখ হোক্—আমারও সুখ হোক্—এইরূপ প্রেমকে সমঞ্জসা বলে।

৩৩৮। সাধারণী প্রেমে ভালবাসার পাত্রকে লাভ করে নিজে সুখী হতে চায়, তারপর সে—সুখী হোক, আর নাই হোক।

৩৩৯। একাঙ্গী প্রেমে ভালবাসা একদিক থেকে হয়। যেমন হাঁস পুষ্কর্ণীকে চায়, কিন্তু পুষ্কর্ণী হাঁসকে চায় না।

৩৪০। ঈশ্বরেতে সব মন দাও, তাঁর প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দাও। তাঁর প্রেমে পাগল হলে, মানুষ বেহেড্ হয় না। যারা অজ্ঞান, তারাই বলে প্রেম ভক্তির বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে?—ঈশ্বরের জন্য হও।

৩৪১। প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাতে ধরে খেতে বসিয়ে দেয়, বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা করতে করতে যখন আপনাকে ভুল হ'য়ে যায়, আর নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখন ঈশ্বরই তার সব ভার লন। *

---

* "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীতা ৯।২২

সাধক ও সিদ্ধ।

৩৪২। সাধক চার প্রকার। প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ এবং সিদ্ধের সিদ্ধ।

৩৪৩। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্ত্তকের থাক; সে লোক ফোঁটা কাটে, তিলক-মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। *

৩৪৪। সাধকের লোক দেখান ভাব কমে যায়। সে ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। †

---

* "Learn to dispise outward things, and to give thyself to things inward, and thou shalt perceive the Kingdom of God is come in thee."

(Im. of Christ.)

† "The wearing of a religious habit, and shaving of the crown, profit little; but change of manners, and perfect mortification of passions, make a truly religious man."

(Ibid)

৩৪৫। সাধকের কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব থাকলে, কিছুতেই সিদ্ধাবস্থা লাভের আশা নাই।

৩৪৬। যে সিদ্ধ, তার নিশ্চয় হয়েছে যে, ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন,—সে ঈশ্বরকে দর্শন করেছে। সিদ্ধ অবস্থায় অনেকটা নির্ভয়। সাধক অবস্থায়, যে স্ত্রীলোকের কাছে খুব সাবধানে থাকতে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হয় যে, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাদের মাতৃজ্ঞানে পূজা করে।

৩৪৭। আলু বেগুন সিদ্ধ হলে যেমন নরম হয়, মানুষও সিদ্ধাবস্থায় সেইরূপ নরম অর্থাৎ বিনয়ী ও দীনভাবাপন্ন হয়।

৩৪৮। সিদ্ধ ছয় প্রকার। নিত্যসিদ্ধ, সাধন-সিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ এবং সিদ্ধের সিদ্ধ।

৩৪৯। অবতারাদি,—তাঁরা আগে সিদ্ধ হয়ে তারপর সাধন করেন। লাউগাছে, কুমড়াগাছে,—আগে ফল হয়, তারপর ফুল হয়।

৩৫০। বিবেক বৈরাগ্যাদি নিয়ম পালন দ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে, তাকে সাধনসিদ্ধ বলে। এস্থলে সাধকের শক্তির উপর সিদ্ধত্ব নির্ভর করে।

৩৫১। স্বপ্নসিদ্ধতে সাধকের অন্তরের বিবেক বৈরাগ্য ভাব এবং ঈশ্বরের কৃপা মিশ্রিত থাকে।

৩৫২। ঈশ্বরের কৃপায় যারা সিদ্ধ হয়, তারাই কৃপা-সিদ্ধ—যেমন কালীদাস, সরস্বতীর কৃপায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য।

৩৫৩। হঠাৎ-সিদ্ধ—যেমন কেউ বড় লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে পরদিন থেকে গাড়ীজুড়ি চ'ড়ে রাজার হালে দিন কাটায়।

৩৫৪। সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি কেবল ঈশ্বর দর্শন নয়,—তাঁর সঙ্গে আপনার জনের মত আলাপ করেছেন,—তাঁর ভাবে ডুবে আছেন, তিনিই সিদ্ধের সিদ্ধ।

৩৫৫। সংসারের মধ্যে থেকে যারা সাধন করতে পারেন, তারাই বীরসাধক। *

* "সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয় গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যতে বন্ধনাৎ"॥
(মৈত্রীঃ উপ)

৩৫৬। আমলী কর্‌কে করে ধ্যান।
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান॥
যোগী হোকে কুটে ভগ্‌।
এ তিন আদ্‌মি কলিকা ঠগ্‌॥

সাধন ও সিদ্ধি।

৩৫৭। ঈশ্বরকে দর্শন করতে হলে—সাধনের বিশেষ দরকার।

৩৫৮। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে কি হবে? যদি তাঁর দর্শন চাও, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাও, তবে সাধন কর। পুকুরের পাড়ে বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার দিয়ে, ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, জল নড়বে, আর মনে মনে আনন্দ হবে। যখন মাছ দেখতে পাবে তখন আরও আনন্দ।

৩৫৯। কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না। কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম, দান, যজ্ঞ এ সবও কর্ম্ম। *

৩৬০। মন, মুখ, এক করাই প্রকৃত সাধন। মুখে—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব বল্লে হবে না, মনেও ঠিক ঠিক ঐ ভাবটী হওয়া চাই।

৩৬১। সাধনায় প্রথমে খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়, তারপর আর বেশী খাঁট্‌তে হয় না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান থাকে, আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে খুব হুঁসিয়ার ভাবে হাল ধরতে হয়, সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যখন বাঁক পার হোলো, আর অনুকূল হাওয়া বইল,

* "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" ॥
(গীতা ৩য় অঃ ২০ শ্লোঃ)

তখন মাঝি হালে হাতটী ঠেকিয়ে রেখে আরাম করে ব'সে, পাল টাঙ্গিয়ে তামাক খেতে থাকে। সাধন অবস্থায় কামিনীকাঞ্চনের ঝড় তুফান গুলো কাটিয়ে উঠতে পারলেই তারপর শান্তি।

৩৬২। অন্নচিন্তা থাকতে সাধন করা চলে না। কথায় বলে—"অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালীদাস হয় বুদ্ধিহারা।" *

৩৬৩। শব সাধন করবার আগে চালভাজা, ছোলাভাজা, কারণ, এই সমস্ত যোগাড় করে নিয়ে তবে শবের উপরে বসতে হয়। সাধনার সময় শব জাগ্রত হলে তার মুখে ঐ সমস্ত দিতে হয়, নতুবা সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়। যারা সংসারে থেকে সাধন করবে, তাদের আগে অন্নবস্ত্রের এবং সংসার প্রতিপালনের

* "For the inward man is much weighed down with these outward and bodily necessities whilst we live in this world."

(Imit. Christ.)

ব্যবস্থা ক'রে তবে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কেন না—ঐ সমস্তের জন্য চিন্তা এলে, সাধনায় এগুতে পারবে না।

৩৬৪। উপাসনা ততক্ষণ দরকার, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনলে যার চোক দিয়ে জল পড়ে, তার আর উপাসনার দরকার নাই। *

৩৬৫। এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্ন-হীন বলে মনে কোরোনা। ডুব দিতে দিতে রত্ন মিলবেই মিলবে। অল্প সাধনা করে, ঈশ্বর দর্শন হলোনা বলে, হতাশ হয়োনা, ধৈর্য্য ধরে সাধন করতে থাকো, যথাসময়ে সাধনার ফল ফলবেই ফলবে। †

---

* "তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রাখ পেটারি মেল্"॥
(তুলসীদাস)

† "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"॥
(গীতা ৬ অঃ ৩৫)

৩৬৬। মাটির নীচে ঘড়াভরা ধন আছে, এই শুনে যদি কেউ খুঁড়তে থাকে, তখন তার দর্‌দর্‌ করে ঘাম পড়ে, কিন্তু যখন কোদালটা ঘড়ায় লেগে ঠং করে শব্দ হয়, তখন তার কত আনন্দ। যখন ঘড়া তুলে ফেলে ধনলাভ করে তখন আরও আনন্দ! সাধন পথেও সেইরূপ। সাধন করতে প্রথমে অনেক কষ্ট পেতে হয়, কিন্তু তাঁর সাড়া পেলে—তাঁকে লাভ করলে, আর আনন্দের সীমা থাকে না।

৩৬৭। জপ, তপ দ্বারা একটু উদ্দীপনা হলে, বা একটা কিছু বিশেষ অবস্থা লাভ করলে, মনে কোরোনা যে, সব হয়ে গেল। এগিয়ে যাও, আরও এগিয়ে যাও, ক্রমে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে। তাঁর সঙ্গে আলাপ—কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হবে। *

---

* "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥

(গীতা ৩য় অঃ ১৭ শ্লোঃ)

৩৬৮। বাছুর প্রথমে অনেক পড়ে, অনেক উঠে, তবে দাঁড়াতে শেখে, সাধনপথেও সেইরূপ অনেক উঠতে পড়তে হয়, কিন্তু একাগ্রতা থাকলে ক্রমে ঠিক দাঁড়িয়ে যায়। *

৩৬৯। একাগ্রতা ভিন্ন কোনও কাজ সফল হয় না। কুয়া খুঁড়তে হলে, এক জায়গায় রোক করে খুঁড়তে হয়, তবে জল উঠে। এখানে একটু, সেখানে একটু, করে খুঁড়ে বেড়ালে, কুয়া খোঁড়া হয় না।

৩৭০। স্যাকরারা যখন সোণা গলায়, তখন হাপর, পাখা, চোং এই সব নিয়ে এক সঙ্গে বাতাস ক'রে আগুণটা খুব গরগরে কোরে তোলে, যাতে শিগ্‌গির সোণাটা গলে। যখন সোণা গালান হয়ে যায়, তখন বলে—'নে, এইবার তামাক সাজ।' সাধনের সময় এইরূপ সব মনটা এক যায়গায় ক'রে—

* "By little and little, and by patience with long suffering (through God's help), thou shalt more easily overcome."
(Imit. Christ).

রোক ক'রে সাধন করতে হয়। ইষ্টলাভ হলে তখন পরমানন্দ।

৩৭১। সাঁতার শিখতে হলে অনেক দিন জলে প'ড়ে হাত পা ছুড়তে হয়, একবারে হয় না। *

৩৭২। সিদ্ধি সিদ্ধি বলে চীৎকার করলে সিদ্ধির নেশা হবে না। সিদ্ধি আনো, বাটো, খাও, তারপরে নেশা হবে, আনন্দ পাবে। ঈশ্বরকেও সাধন করো. তবে তাঁকে লাভ করে আনন্দ পাবে। †

---

* "By flight alone we cannot overcome, but by patience and true humility we become stronger than all our enemies."

(Ibid).

† "অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস-যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥"

(গীতা ১২।৯)

"A man may cry Church ! Church !
at every word..
With no more piety than other people ;
A daw's not reckoned a religious bird,
Because it keeps a cawing from a steeple."

(Hood—Ode to Rae Wilson)

৩৭৩। বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়ে রাখতে হয়। মন ঈশ্বরের ভাবে রাখতে হলে সাধন চাই। যার যে প্রকার স্বভাব, তার সেই স্বভাবানুযায়ী ঈশ্বর সাধন করা কর্ত্তব্য। *

৩৭৪। সিদ্ধি বল্‌তে বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করা।

৩৭৫। সামান্য শক্তিলাভ বাসনায় সাধনা করা উচিত নয়, তাতে মন ভগবদ্‌-পাদপদ্ম থেকে সোরে যায়। এরূপ অষ্টসিদ্ধির যে সিদ্ধি, তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নয়। সিদ্ধি (অণিমা লঘিমা প্রভৃতি) সম্বন্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—"ভাই! যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধিও কাহারও আছে, তা হলে জেনো যে, সে ব্যক্তি ভগবান লাভ করতে পারবে না—অহঙ্কারের লেশ থাকতে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"

* "All cannot use one kind of spiritual exercise, but one is more useful for this person, another for that."

(Imit. Christ).

৩৭৬। এক ব্যক্তি চৌদ্দবৎসর নির্জ্জনে সাধন করে কিছু শক্তিলাভ করে। তখন সে বাটী এসে তার ভাইকে বল্লে "দেখ দাদা! আমি হেঁটে গঙ্গা পার হতে পারি, এমন সিদ্ধাই লাভ করেছি।" দাদা বল্লে—আধ পয়সা খরচ করলে অনায়াসে পার হওয়া যায়, তারই জন্য তুই চৌদ্দবৎসর তপস্যা করলি! এত কষ্ট করে শেষে আধ-পয়সা রোজগার করতে শিখলি!

৩৭৭। এক সাধুর খুব সিদ্ধাই ছিল। সে ইচ্ছামত মেরে ফেলতে ও বাঁচাতে পারতো। এক-জন ভগবদ্‌নিষ্ঠ সাধু তাই শুনে তাকে দেখতে এলো। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছিল। সিদ্ধাই সাধু হাতীটার গায়ে একটু ধূলোপড়া দিতেই হাতীটা পড়ে ছট্‌ফট্ করে মরে গেল, আবার একটু ধূলো-পড়া দিতে ধড়মড়্ করে বেঁচে উঠলো। আগন্তুক সাধু তাই দেখে বল্লেন যে, আপনার ত খুব শক্তি! কিন্তু এতে আপনার নিজের কি উন্নতি হোলো? ঈশ্বরের

পথে কতটুকু এগুতে পারলেন? এরূপ সিদ্ধাইয়ের দ্বারা কি ভগবান লাভ হয়? এই কথা শুনে তবে তার জ্ঞান হলো।

৩৭৮। সিদ্ধাইতে আবার নানারকম গোলমাল আছে। এক সাধুর সিদ্ধাই ছিল, যা বল্‌তো তাই হোতো। সে একদিন সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় খুব ঝড় উঠলো। ঝড়ে তার কষ্ট হয়ে বলে বল্লে—ঝড় থেমে যা। এই ঝড়ের বাতাসের জোরে একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। তার কথায় যেমন ঝড় থামা, অমনি পালে বাতাস না পেয়ে জাহাজখানা টুপ্ করে ডুবে গেল। কত লোক মারা গেল। এই লোক মারা যাওয়ার যে পাপ, সবই সেই সাধুর হলো।

৩৭৯। সিদ্ধাই থাকলে সাধকের খুব অহঙ্কার হয়—তাতে ভগবানকে ভুল হয়ে যায়।

———

সাধু।

৩৮০। সাধু মহাজনদিগকে তাঁদের নিকটস্থ লোকে অথবা আত্মীয়েরা চিনতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়। যেমন লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। *

৩৮১। বজ্র-বাঁটুলের বিচি গাছের তলায় পড়ে না—ছিট্‌কে দূরে পড়ে ও সেইখানে গাছ হয়। †

---

* "A prophet is not without honor, save in his own country, among his own kin, and in his own house."

(St Mark. Ch VI. verse 4)

† "He therefore that intends to attain to the more inward and spiritual things of religion, must with Jeus depart from the multitude and press of people."

(Mathew 5—1)

৩৮২। দুধে জল মেশানো থাকলেও, হাঁসে জল ফেলে দুধটুকু খায়। মায়া ও ঈশ্বর মেশামেশি ভাবে থাকলেও সাধুরা মায়া ত্যাগ কোরে, ভগবানকে গ্রহণ করেন। *

৩৮৩। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র সমান হলেও, জলে, আর্শিতে ও স্বচ্ছ জিনিসে অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে থাকলেও সাধুহৃদয়ে তাঁর অধিক প্রকাশ।

৩৮৪। দেবত্ব বাড়লে নরত্ব ঘুচে যায়, তাই সাধুদিগকে ভগবানের স্বরূপ বলা হয়। †

৩৮৫। সতের রাগ—জলের দাগ। সাধু-হৃদয়ে রাগ স্থান পায় না, কোন কারণে উপস্থিত হলে আবার তখনি মিলিয়ে যায়।

---

*"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্না।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

† "অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(গীতা ১৮।৫৩)

৩৮৬। যে সাধু ঔষধ দেয় ও নেশা করে, সে ঠিক সাধু নয় ; তার সঙ্গ করা উচিত নয়।

৩৮৭। যাঁর মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। সাধু স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, তাদের কাছ থেকে তফাতে থাকেন, যদি তাদের কাছে আসেন, তাদের মাতৃবৎ দেখেন এবং ভগবতীজ্ঞানে পূজা করেন। *

৩৮৮। জনশূন্য মাঠের মাঝে সুন্দরী যুবতীকে দেখে যিনি তাকে মাতৃজ্ঞান করতে পারেন, তিনি প্রকৃত সাধুব্যক্তি। যেখানে কেহ দেখছেনা, এরূপ অন্ধকারের ধর্ম্মই ধর্ম্ম। প্রকাশ্য লোকদেখানো ধর্ম্ম তত ঠিক নয়।

৩৮৯। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা কন না। †

---

* "চলন্ চলন্ সব কোই কহে পঁহুছে বিরলা কোই।
এক কনক অরু কামিনী দুর্লভ ঘাটি দোই॥"
(তুলসীদাস)

† "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা.
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি।

৩৯০। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, সাধুরা সকল জীবের সেবা করেন।

৩৯১। মৌমাছি অনেকদিন ধোরে, অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু সে মধু তাদের নিজেদের ভোগে হয় না। অপরে এসে ভেঙ্গে নিয়ে চলে যায়। তাই, সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর করেন, তাঁরা কখনও সঞ্চয় করেন না।

৩৯২। সাধুরা জীবকে খাওয়াতে খুব ভাল বাসেন, পিঁপড়েদের চিনি খেতে দেন।

৩৯৩। গুরু, সাধু ও দেবতা দর্শনে শুধু হাতে যেতে নাই। কিছু না হয়, একটা হরিতকীও হাতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌ বসতি স্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্‌।
মৎকৃতে ত্যক্ত কর্ম্মাণস্তক্ত্য স্বজন বান্ধবাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তপো নৈতান্‌ মদ্গত চিত্তয়ঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২২-২৩)

মহাপুরুষ।

৩৯৪। মহাপুরুষেরা বাহাদুরী কাঠ! বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী, ঘোড়া পর্য্যন্ত নিয়ে যায়! মহাপুরুষেরা নিজেরা ত মুক্তিলাভ করেনই, আবার কত লোকের মুক্তির উপায়ও করে দেন। *

৩৯৫। মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর। তাঁরা স্বার্থপর নন যে, আপনার জ্ঞান হলেই হোলো। সমাধি লাভের পরও জীবশিক্ষার জন্য কেউ কেউ শরীর রক্ষা করেন, যেমন নারদাদি বা শ্রীচৈতন্যদেবের মত অবতারেরা। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেউ কেউ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়,

---

* ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

(মোহমুদ্গর)

কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। *

৩৯৬। একজন আগুন করলে দশজনে পোয়ায়। মহাপুরুষের কৃপায় অনেকে উদ্ধার হয়। †

৩৯৭। মহাপুরুষেরা সিংহ স্বরূপ, তাঁরা একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসেন। তাঁরা আত্মারাম—আপনাতে আপনি থাকেন।

---

* শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো,
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ ভীমভবার্ণবং জনান্
অহেতুনাহন্যানপি তারয়ন্ত॥

(বিবেকচূড়ামণিঃ ৩৯

† অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর—
শ্রমাপনোদ প্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥

(বিবেক ড়ামণিঃ ৪০

অবতার।

৩৯৮। অবতার অর্থে যিনি ত্রাণ করেন। ভগবানই মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হন। মানুষ হয়ে না এলে, মানুষে তাঁর কার্য্যকলাপ কিরূপে ধারণা করবে? কেমন করে বুঝবে? *

৩৯৯। আর্শিতে সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায়, অবতারে সেইরূপ ঈশ্বরশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ। কখন কখন পূর্ণভাবেও থাকে। শক্তিরই অবতার।

৪০০। গরুর দুধ পেতে হলে, সিং বা লেজ টানলে পাবে না—তার বাঁট থেকে পাওয়া যাবে। তেমনি ঈশ্বরপ্রেম বুঝতে হলে, তাঁর মনুষ্যমূর্ত্তির ভিতর দিয়েই বুঝতে হবে।

---

† অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(গীতা ৪।৬)

৪০১। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী ; ঈশ্বরতত্ত্ব সেইরূপ মানুষে অধিক প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতা ভক্তি—হাসে, কাঁদে, নাচে গায়—তাঁর প্রেমে পাগল, নিশ্চয় জেনো সেই মানুষে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন। *

৪০২। ভগবান শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশিত হন।

৪০৩। অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হোলো। গঙ্গার ধারে কোনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্পর্শ করলেই—গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শন হোলো। হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত গঙ্গাটা ছোঁয়ার দরকার নাই।

৪০৪। ঈশ্বরতত্ত্বের সার হচ্ছে ঈশ্বর প্রেম ও ভক্তি। সেই প্রেমভক্তি মানুষকে শেখাবার জন্য

* "যদ্ যদ্‌বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥"
(গীতা ১০।৪১)

ঈশ্বর, মানুষ-দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। *

৪০৫। তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে, তবেত ভক্তেরা তাঁকে ভালবাসতে পারবে। তবেই ভাই, ভগ্নি, বাপ, মা, সন্তানের মত ঈশ্বরকে স্নেহ করতে পারবে। ভক্তের ভালবাসার জন্য তিনি ছোটটী হয়ে লীলা করতে আসেন।

৪০৬। যিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন, তিনি কি আর মানুষ হয়ে আসতে পারেন না!

৪০৭। অবতার যখন আসেন, সাধারণ-লোকে জানতে পারেনা, তখন কেবল দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে।

৪০৮। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কেমন জানো?

* "যদা যাদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥"
(গীতা ৪।৭-৮)

যেমন নাট-মন্দিরের ভিতরের থাম ও বাহিরের থাম। যারা সর্ব্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।

৪০৯। ভক্তের জন্য অবতার—জ্ঞানীর জন্য নয়।

৪১০। কলের জাহাজ নিজে অনায়াসে চলে যায় এবং বড় বড় গাধাবোটও টেনে নিয়ে যায়, তেমনি অবতারেরা যখন আসেন, তখন তাঁরা বদ্ধ জীবদের অনায়াসে মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যান।

৪১১। বন্যা এলে—খানা, ডোবা, নদ নদী, সব ভেসে একাকার হয়ে যায়, সেইরূপ অবতারেরা যখন কৃপা ক'রে আসেন, তখন পাপী সাধুর ভেদাভেদ থাকে না। তাঁদের কৃপায় সকল জীবই উদ্ধার হয়।

৪১২। রেলের ইঞ্জিন মাল বোঝাই করা কত গাড়ী অনায়াসে টেনে নিয়ে চলে যায়, সেই রকম অবতারেরা অনায়াসে পাপপূর্ণ মানুষদের ঈশ্বরের নিকট টেনে নিয়ে যান।

৪১৩। জীব সাধনার জোরে সমাধি পর্য্যন্ত লাভ

করতে পারে, কিন্তু আর ফেরে না। যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তখন সমাধির পর ফেরেন, জীবের কল্যাণের জন্য। রাজার সাততলা বাড়ী। যে বাইরের লোক—সে বারবাড়ী অবধি যেতে পারে ;—কিন্তু যে রাজার ছেলে, যার আপনার বাড়ী, সে ইচ্ছামত ভিতর বাইরে যাওয়া আসা করতে পারে।

৪১৪। এক রকম তুবড়ী আছে, আগুন দিলেই ভস্ করে উঠে ফেটে যায়—জীব এই তুবড়ীর সমান, সমাধি লাভ করলে দেহ থাকে না। আর এক রকম তুবড়ী আছে, তাতে আগুন দেবার পর, একবার এক রকম ফুল কাটে, খানিক পরে আর এক রকম ফুল কাটে, তারপর আবার আর একরকম। অবতারাদি এই তুবড়ীর সমান ; সমাধির পর দেহ থাকে এবং জীবের মঙ্গলের জন্য রকম রকম কাজ করেন।

৪১৫। যখন সামনে দিয়ে ষ্টিমার চলে যায়, তার ঢেউ টের পাওয়া যায় না, দূরে গেলে তখন তার

ঢেউ এসে কাছে লাগে। অবতারেরা দেহ ছেড়ে দেওয়ার পর, তখন জীব তাঁর কাজকর্ম্ম দেখে তাঁকে বুঝতে পারে।

৪১৬। যখন তিনি অবতীর্ণ হন, তাঁর আদেশ মত চল্লে আশু মঙ্গল লাভ হয়। যখন যিনি রাজা হন, তখন তাঁর আমলের টাকাই চলে। নবাবী আমলের টাকায় এখন আর কাজ হয় না।

সংসারী ও সন্ন্যাসী।

৪১৭। সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে,—ভোগের জায়গাই সংসার।

৪১৮। সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, কিন্তু সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না। *

* অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা।
হন্ত্যাং স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"
(উত্তরগীতা ১২ শ্লোক)

৪১৯। যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য—সে বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু'মণ বোঝা আছে—আর বর যাচ্ছে তবু দাঁড়িয়ে দেখছে। এ রকম, খুব শক্তি না থাকলে হয় না। *

৪২০। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়।

৪২১। সন্ন্যাসীর নিকট কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তার কোনও বন্ধন আছে কিনা? যার কেহ না থাকে, যার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, তাকেই সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়া হয়।

---

† "শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতি প্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৪৩)

৪২২। সংসারী-লোকের অনেকগুলি ঋণ আছে, এই ঋণ পরিশোধ না করলে সন্ন্যাসের অধিকারী হয় না। উপায়হীন পিতা মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঋণে আবদ্ধ। যদি পিতা মাতা সঙ্গতিপন্ন হন, অথবা তাঁদের অন্যান্য উপার্জ্জনক্ষম পুত্র থাকে, তবে তাঁহাদের সম্মতি নিয়ে সন্ন্যাস করতে হয়। যে পর্য্যন্ত দুইটী পুত্র না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঋণ বলবতী থাকে, তারপর তাদের ভরণপোষণ চলবার ব্যবস্থা ক'রে সন্ন্যাস করা যেতে পারে। *

৪২৩। সংসার করলে মনের ঢের বাজে খরচ হয়ে যায়। এই বাজে খরচে মনের যা ক্ষতি হয়,

* "ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা ভুবি।
পিতৃদেবর্ষিমনুজৈর্দেয়ং তেভ্যশ্চধর্ম্মতঃ ॥
এতানি তু যথাকালং যোন বুধ্যতি মানবঃ।
ন তস্য লোকাঃ সন্তীতি ধর্ম্মবিদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"
(মহাভারত আদিপর্ব্ব-সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়-
১২০ অধ্যায় ১৭।১৮ শ্লোঃ)

তা পূরণ হতে পারে—যদি কেউ সন্ন্যাস করে। প্রথম জন্ম দেন পিতা, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়, আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।

৪২৪। যারা সন্ন্যাসী হয়েছে, সংসারের কোনও বন্ধন নেই, তারা বনে গিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করবে—এ বড় আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু যারা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালন ক'রে, মনে মনে ভগবানকে স্মরণ রাখতে পারে, তাদের প্রতি ভগবানের অধিক করুণা।

৪২৫। খই ভাজবার সময়, দু চারটে খই টপ্ টপ্ করে খোলা থেকে লাফিয়ে পড়ে, সে গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এই রকম দাগশূন্য হয়।

"ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষি পিতৃণাং প্রভো।
যজ্ঞাধ্যয়ন পুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ॥
ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নিঋণোঽশরণো ভব॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৪।৩৯-৪০)

৪২৬। যাদের কৌমার বৈরাগ্য, যারা ছেলে-বেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাদের আলাদা থাক্। যেন নৈকুষ্যকুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে, মেয়ে মানুষের কাছ থেকে সর্ব্বদাই তফাতে থাকে, পাছে কোনও রকমে ভাব ভঙ্গ হয়। যাদের কৌমার বৈরাগ্য, তাদের খুব উঁচু ঘর, অতি শুদ্ধ ভাব।

৪২৭। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ; তাদের স্ত্রীলোকের পট্ পর্য্যন্ত দেখতে নাই। স্ত্রীলোক কেমন জানো,—যেমন আচার তেঁতুল, মনে করলে মুখে জল সরে, সামনে আনতে হয় না।*

৪২৮। সন্ন্যাসীর ভাল ভাল জিনিস আহার করা উচিত নয়,-তাতে ইন্দ্রিয়-চাপল্য হতে পারে।

৪২৯। সাপ নিজের জন্য কখনও গর্ত্ত করে না, ইঁদুরের গর্ত্তে থাকে, একটা ভাঙ্গলে আর একটায় ঢোকে। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেইরূপ নিজেদের জন্য

* স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ সংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতান্ গৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥
(ভাগবত ১১।১৭।৩৩)

ঘর করেন না ; পরের ঘরে—আজ এখানে, কাল সেখানে করে দিন কাটিয়ে দেন। *

৪৩০। ভগবান্ নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে রক্ষা করবেন,—এই বিশ্বাসে যে তালগাছের উপর থেকে হাত-পা ছেড়ে আনন্দমনে লাফ দিতে পারে, সেই সন্ন্যাস নেবার উপযুক্ত পাত্র। †

* "যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্বব্রহ্মমার্গে সম্যক্‌সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্নুদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমৌভূত্বা শূন্যাগারদেবগৃহতৃণকূটবল্মীকবৃক্ষমূলকুলালশালাগ্নিহোত্রনদী-পুলিনগিরিকুহরকন্দরকোটরনির্জরস্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্ল ধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্ম্মূলপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি॥" (জাবালোপনিষদ ৬ শ্লোঃ)

"একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ॥
গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্যসুখমেধতে॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।১৪-১৫)

† "Have a good conscience, and God will defend thee. For whom God will help, no man's perverseness shall be able to hurt." (Imit. Christ)

৪৩১। সন্ন্যাসীর গৃহীদের সংশ্রবে থাকা উচিত নয়, এমন কি তাদের অন্ন ভক্ষণ করাও নিষিদ্ধ। *

৪৩২। সন্ন্যাসীরা যে সংসার একবার ত্যাগ করেছে, আর তাতে প্রবেশ করবে না। যে থুথু একবার ফেলা হয়েছে, আর তাহা খাওয়া উচিৎ নয়। †

৪৩৩। সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হলে অর্থোপার্জ্জন কি কামিনী-সহবাস করা দূরে থাক, যদি হাজার বৎসর সন্ন্যাসের পর, স্বপ্নেও কামিনী-সহবাস হচ্চে

---

* "Desire to be familiar with God alone and with His angels, and avoid the acquaintance of man."

(Imit. Christ.)

† "And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take anything out of his house. And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment."

(Mark 13—15, 16.)

ব'লে জ্ঞান হয় ও রেতঃপাত হয়, অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে, তা হলে, অতদিনের সাধন তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়।

৪৩৪। সন্ন্যাসীর কঠোরতা, চৈতন্যদেব 'ছোট হরিদাসে' দেখিয়েছেন। ত্যাগী হরিদাস, স্ত্রীলোকের হাতে ভিক্ষা নিয়েছিলেন, তাই মহাপ্রভু তাঁকে বর্জ্জন করেন।

৪৩৫। সন্ন্যাসী এমন ঘরে ভিক্ষা করবে যে, যে ঘরে গেলে তাকে আর ঘরে ঘরে ঘুরতে হবেনা। অর্থাৎ সন্ন্যাসী একমাত্র ভগবানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

৪৩৬। সংসারে থেকে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী অর্থে ত্যাগী,—লোকালয় তাঁদের স্থান নয়। *

---

* "Blessed are the single hearted, for they shall enjoy much peace."

(Imit. Christ.)

সংসার ও সংসারী।

৪৩৭। আমড়া রুচিকর, কিন্তু উহাতে শাঁস নাই, কেবল আঁটি আর খোসা, আবার বেশী দিন খেলে অম্লশূল রোগ হয়। সংসারও সেই প্রকার। *

৪৩৮। দাদ চুলকাতে সুখ বোধ হয় কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির করে তোলে, সংসারও তেমনি।

"ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্য গৃহীভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" (জাবালোপণিষৎ)

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

(গীতা ১৮।২)

* "কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী
বিনশ্বরে তুচ্ছ সুখে গৃহাদৌ।
কুর্য্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো
বৃথৈব মোহাৎ ম্রিয়মাণ জন্তুন্॥"

(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ ৪০)

প্রথম প্রথম সংসারে স্থখ বোলে মনে হয়, পরে জ্বালাতন করে তোলে। *

৪৩৯। ঘুনির ভিতর চিক্ চিক্ করে জল যায় দেখে মাছগুলি আনন্দে তার ভিতরে ঢোকে, কিন্তু বার হতে না পেরে শেষে প্রাণে মরে। সংসারের বাহ্য চাক্‌চিক্য দেখে লোকে তার মধ্যে ঢোকে ও শেষে মারা পড়ে। ঘুনির মত সংসারে ঢোকা সহজ, কিন্তু বার হওয়া দায়। †

---

* "কামেন কান্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ
জনোপ্যয়ং নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ
মাংসাস্থি মজ্জামলমূত্রপাত্রং
স্ত্রিয়ং স্বয়ং রম্যতয়ৈব পশ্যতি।"
(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ ৫২)

† "অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ॥"
(গীতা ১৬।১৬)

"দূরাদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গো, রম্যত্ববুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্যতি।
যথা তথা নষ্টদৃগেষ সূক্ষ্মং কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তি মার্গম॥"
(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ)

৪৪০। সংসার পাতকুয়ো। তার ধারে খুব হুঁসিয়ার হয়ে দাঁড়াতে হয়। পড়লে, ওঠা বড়ই মুস্কিল। *

৪৪১। সংসাররূপ ঘরে কালসাপের বাস। এ ঘরে ঢুকলেই প্রাণে মারা যেতে হয়, তবে যদি ধূলো-পড়া শিখে ঢোকো, তা হলে ভয় নেই। †

৪৪২। সংসারী লোকের অবস্থা কেমন জানো? "রাণী টানে কোল পানে, রাখাল টানে বন পানে, গোপী টানে নয়নে নয়নে, বল শ্যাম দাঁড়ায় কোথা?" সংসারীর এই রকম নানা ঝঞ্ঝাট। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানকে ডাকবার উপায় নাই।

---

* "গর্ত্তেঽপি তোয়ে সুষিরং কুলীরো
হাতুং হ্যশক্তো ম্রিয়তে বিমোহাৎ।
যথা তথা গেহসুখানুরক্তো
বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ॥"
(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ ৪৩)

† "অতস্তৎপাদকমলে ভক্তিরেব সাদস্তু মে।
সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে॥"
(অধ্যাত্মরামায়ণম্ ২।২২)

৪৪৩। সংসারে থেকে ঈশ্বর লাভ করা বড়ই কঠিন। কারণ, এর চারিদিকেই প্রলোভনের বস্তু রয়েছে। মন সর্ব্বদাই সে সকল দেখে চঞ্চল হয়।

৪৪৪। সংসারে নানাগোল। "এদিকে যাবি ঝাঁটা ফেলে মারবো, ওদিকে যাবি কোস্তা ফেলে মারবো, সেদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবো।" ঠিক এই অবস্থা। কোনও দিক দিয়ে সংসারীর নিষ্কৃতি নাই। সে হরিপাদপদ্মে মন দেবে কখন?

৪৪৫। সংসারী লোকেদের যদি বলো যে, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও, তা কিছুতেই শুনবে না। তাই বিষয়ীদের টানবার জন্য গৌর নিতাই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, আর বোল হরিবোল।' প্রথম দুটীর লোভে পোড়ে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। ক্রমে নামের মাহাত্ম্যে প্রাণে আনন্দ পেতো; আহার বিহারের সাধ মন থেকে পালাতো। সংসারীদের লোভ দেখিয়ে ঈশ্বর-পথে আনতে হয়।

৪৪৬। বদ্ধ ঘরে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করলে, যেমন সে আলোকে কোনও কাজ করা চলে না, তেমনি বিষয়ী লোকের সময়ে সময়ে যে ঈশ্বর জ্ঞান দেখা যায়, সে জ্ঞানে কোনও ফল হয় না।

সংসারীর উপায়।

৪৪৭। সংসারীর উপায় মাঝে মাঝে সাধু-সঙ্গ করা, আর মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস ক'রে ঈশ্বর চিন্তা করা, তাঁর নাম গুণ গান করা, এবং তাঁর কাছে ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করা। এই করতে করতে সংসার বিকার কেটে যায়। *

* "Never be entirely idle; but either be reading or writing, or praying, or meditating, or endeavoring something for the public good."

(Imit. of Christ.)

৪৪৮। সমুদ্রে জাহাজ পড়লে তরঙ্গের গতিতেই তাকে চলতে হয়, কিন্তু যার ভিতরে কম্পাস আছে, তার দিকভুল হবার ভয় নাই, কারণ কম্পাসের কাঁটা সর্ব্বক্ষণ উত্তর দক্ষিণ মুখে চেয়ে থাকে। সেইরূপ সংসারে এক তরঙ্গের উপর আর এক তরঙ্গ আসছে, কিন্তু যার মন-কম্পাস হরিপাদপদ্মের দিকে চেয়ে আছে, তার ডুবে যাবার বা বিপথে যাবার ভয় নাই।

৪৪৯। সংসার করছো তাতে দোষ নাই ; তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, তা যদি না রাখো, তবে সংসারে জড়িয়ে পড়বে। এক হাতে সংসারের কাজ করো, আর এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকো। সংসারের কাজ শেষ হলে, দুই হাতে তাঁকে ধরবে। *

"Seek a convenient time to retire into thyself and meditate often upon God's loving kindness." [Imit. of Christ.]

* "যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসানিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

[গীতা ৩।৭]

৪৫০। সংসার যাত্রার জন্য যে টুকু দরকার, সেই টুকু কাজ করবে। বেশী কাজ জড়াবে না। আর নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন সেই কাজগুলি নিষ্কাম ভাবে হয়। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে। *

৪৫১। সংসারে আবার দুষ্টলোক আছে, তারা তেড়ে এসে অনিষ্ট করে। তাই বলে কি ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেবে? ঋষিরা বনের মধ্যে থাকতেন, চারিদিকে বাঘ, ভালুক, হিংস্রজন্তু। তাই বলে কি তাঁরা ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়েছিলেন?

"He that cleaveth unto creatures, shall fall with that which is subject to fall; he that embraceth Jesus shall stand firmly forever."

[Imit. Christ].

* "Love Him, and keep Him for thy friend, who when all go away, will not forsake thee, nor suffer thee to perish in the end."

(Imit. Christ.)

৪৫২। কুমীর জলে ভাসতে ভালবাসে, কিন্তু লোকের ভয়ে পারে না। তবু সুবিধামত হুস্ হুস্ করে ভেসে উঠে। সংসারীলোক যদিও সংসারের কাজে থেকে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারে না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের ঈশ্বর-চিন্তা করা—হরিনাম করা কর্ত্তব্য। *

৪৫৩। এ সংসারে বালি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মত বালি ত্যাগ করে, চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর ব্যক্তি। সংসারে বিষয় চিন্তা না করে, ঈশ্বর চিন্তা কর।

৪৫৪। বাউল দু'হাতে দুটো বাজনা বাজায়, মুখে গান করে। সংসারী! তুমিও সেইরূপ হাতে কাজ কর, আর মনে ঈশ্বরকে ডাকো।

---

* "If thou canst not continually recollect thyself, yet do it sometimes, at the least once a day, namely, in the morning or at night."

(Imit. Christ)

৪৫৫। অসতী স্ত্রীলোক, সংসারের সমস্ত কাজ করে, কিন্তু মনটি তার উপপতির উপর পড়ে থাকে। সংসারী-ব্যক্তি সংসারের সমস্ত কাজ করবে, কিন্তু মনটী ভগবানের উপর ফেলে রাখবে। *

৪৫৬। সকাল সন্ধ্যায় সব কর্ম্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।

৪৫৭। দেবদেবী ও সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলায় উঠে, অন্য মুখ না দেখে তাঁদের মুখ দর্শন করবে।

---

* "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তামেবাস্বাদয়ত্যন্ত ন বসঙ্গরসায়নম্॥"

(শ্রীচৈতন্যবাক্য)

সংসারীর কর্ত্তব্য।

৪৫৮। যাতে নিজের জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়, তার চেষ্টা কর। জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসার কল্লে সংসারে জড়িয়ে পড়বার আর বড় ভয় থাকে না।

৪৫৯। মানুষ বিদেশে আসে, কাজ করবার জন্য, তেমনি জীব সংসারে কর্ম্ম করতে—রোজগার করতে এসেছে। সাধন ভজন দ্বারা ঈশ্বর পাদপদ্ম লাভ করে, আবার স্বধামে চলে যাবে।

৪৬০। সংসারীর সংসার প্রতিপালন করার জন্য সঞ্চয় করা আবশ্যক। পাখী এবং সাধু সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হলে সঞ্চয় করে—মুখে করে ছানার জন্য খাবার আনে।

৪৬১। সংসার প্রতিপালন করা ও ছেলেপিলে-দের মানুষ করা, খাওয়ান, পরানো, গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৪৬২। যখন পুকুরে যোলমাছের ছানা হয়, তখন

ধাড়ি মাছটা ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছানাগুলিকে রক্ষা করে; কিন্তু যদি কেউ সেই ধাড়ি মাছটাকে ধরে নেয়, তবে ছানাগুলিকে অপরাপর মাছে বা জানোয়ারে খেয়ে ফেলে। এইরকম, যে সকল সংসারী জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের সংসার ফেলে পালানো উচিত নয়, তা হলে তাদের সন্তানাদিকে কে প্রতিপালন করবে? এ রকম লোকের নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করা কর্ত্তব্য।

৪৬৩। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেদের প্রতিপালন করবে। পাখী বড় হ'লে,—যখন সে খুঁটে খেতে শেখে এবং আপানার ভার আপনি নিতে পারে, তখন ধাড়ি তাকে ঠোকরায়; আর কাছে আসতে দেয় না।

৪৬৪। যার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছে, তার আর কর্ত্তব্য থাকে না, তার হ'য়ে ঈশ্বর ভাবেন। যখন জমীদার, নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন 'অছি' সেই নাবালকের ভার লয়। *

* "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীতা ৯।২২)

৪৬৫। সংসারীর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফোঁস্ রাখা দরকার, কিন্তু বিষ ঢালা উচিত নয়,—কাজে কারুর অনিষ্ট করা উচিত নয়। ফোঁস্ না রাখলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে।

৪৬৬। এ সংসার ঈশ্বরের,—আমার নহে। তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য এখানে আছি, এই জ্ঞান করবে।

৪৬৭। সংসারে থাকলে বিবাহ করা উচিত। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটী সংস্কার।

৪৬৮। বিবাহ হলেই যে সর্ব্বদা স্ত্রী নিয়ে থাকতে হবে, তা নয়। শৃগাল কুকুরের কার্ত্তিক মাস আছে, (অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে ইহারা সহবাস করে) কিন্তু আজকাল মানুষের প্রত্যহই কার্ত্তিক মাস। তাই তেমনি হাড়হাবাতে, পেট গ্যাঁড়্গেঁড়ে ছেলেপুলে জন্মাচ্ছে। *

* "শোয়ান্ ক্রিয়াকো সঙ্গমে রহত ঘড়ী আরুঝায়।
জগপ্রাণী তাকো হাঁসে আপ্না কাজ বিহায়॥"

(তুলসীদাস)

৪৬৯। পরদার গমন অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই।

৪৭০। স্ত্রীকে আনন্দরূপিণী মনে করবে। সর্ব্বদা রমণ ত্যাগ ক'রে ধৈর্য্যরেতা হতে চেষ্টা করবে। দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যরেতা হতে পার্‌লে, তবে 'মেধা' নামে একটি নাড়ী জন্মে। যার সেই নাড়ী হয়, সেই ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝতে পারে।

৪৭১। স্ত্রীর অনুরোধে ঋতু রক্ষা করতে পার। যদি স্ত্রীর রুচি না থাকে, তবে তাতে লিপ্ত হবেনা।

৪৭২। স্ত্রীকে ইচ্ছা করে পরিত্যাগ করবে না। ভগবানের ইচ্ছা হলে, তিনি সব সুরাহা করে দেবেন।

৪৭৩। গরু, জরু, ধান ;—তিন রাখ্‌বে আপন বিদ্যমান।

৪৭৪। স্ত্রীর প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে হবে এবং যদি সতী হয়, তবে তোমার অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের জোগাড় করে রাখতে হবে। আর তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে

তাকে ধর্ম্মোপদেশ দেবে, ঈশ্বরপথে তুলে দিতে চেষ্টা করবে।

৪৭৫। ভৃত্যকে সর্ব্বদা শাসনে রাখবে। যে ভৃত্য মনিবের মুখের উপর উত্তর কাটাকাটি করে, তাকে বাটীতে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

৪৭৬। ভ্রষ্টা স্ত্রীকে কালসর্প জ্ঞানে ত্যাগ করবে।

৪৭৭। ছেলেরা খুঁটি ধরে বন্‌বন্ করে ঘুরতে থাকে, কখনো ছেড়ে দেয় না, জানে ছাড়লেই পড়ে যেতে হবে। সংসারীও সেইরূপ ভগবানকে ধরে সব কাজ করবে, তাঁকে ছেড়ে যে কাজ, সে কাজে পড়ে যেতে হবে—সংসারে জড়িয়ে পড়বে। *

* "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥" (গীতা ৮।৭)
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর ১।৮)
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ (ঐ ২।৮)

৪৭৮। বুড়ীকে ছুঁলে আর চোর হতে হয় না। সংসারে এসে যে একবার হরিপাদপদ্ম লাভ করবে, তার আর ভব-যাতনা ভোগ করতে হবে না।

৪৭৯। ঘোড়ার চোখের দুই পাশে ঢাকা দিয়ে দিলে ঘোড়া ঠিক সোজা যায়। সেইরূপ, সংসারী-ব্যক্তি যদি জ্ঞান ও ভক্তি এই দুটী অবলম্বন ক'রে—সংসারে চলে, তবে সে ঠিক ধর্ম্মপথে থাকতে পারে—কুপথে যাবার ভয় থাকে না।

৪৮০। জুতা পায়ে থাকলে কাঁটার উপর দিয়ে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়, ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে থাকলে কোন ক্ষতি হয় না। *

৪৮১। যদি যুদ্ধ করতে হয়, কেল্লায় থেকে যুদ্ধ করা ভাল;—গুলি, গোলা, রসদ, সব সহজে পাওয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে সংসারে সেইরূপ অনেক সুবিধা, আহারের জন্য ভাবতে হয় না। সহবাস

* জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর ১।১১)

স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক পাবে।

৪৮২। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল—'আমি সংসার ত্যাগ করে চল্লুম।' স্ত্রী একটু জ্ঞানী ছিল, সে তখন বল্লে—"যদি তোমার পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে ঘুরে বেড়াতে না হয়, তবে যাও; আর তা যদি করতে হয়, তবে এই এক ঘরই ত ভাল।"

৪৮৩। যারা সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা ভগবানকে ডাকবে, এর আর বাহাদুরী কি? কিন্তু যারা সংসারে থেকে, সকল কাজ ক'রে, ভগবানের দিকে মন রাখতে পারে, তাঁকে স্মরণ করে, তারাই বীর-সাধক।

সাধুসঙ্গ।

৪৮৪। সাধুসঙ্গ ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অঙ্গ। *

৪৮৫। জীবনে সাধুসঙ্গ বড়ই দরকার। সাধুসঙ্গ করলে তবে মনে সদসৎ বিচার আসে।

৪৮৬। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা করা উচিত। সাধুর যদি কৃপা হয়, তবে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন।

৪৮৭। ব্রহ্মদর্শন হবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। ভগবতী যখন গিরিরাজের ঘরে জন্মালেন, তখন মা তাঁকে নানারূপে দেখা দিয়ে কৃতার্থ করলেন। গিরিরাজ শেষে বল্লেন—"মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এবার যেন সেইরূপ দেখতে পাই।" তখন

---

* ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মাঃ যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহোহি মাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।১-২)

ভগবতী বল্লেন—"বাবা, যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।" *

৪৮৮। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মেশামেশি করা চলে, মন্দলোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন সত্য, কিন্তু বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। †

৪৮৯। যে সকল লোক উপাসনা করলে ঠাট্টা করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধন সময়ে (প্রবর্ত্ত অবস্থায়) একেবারে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। ‡

---

* ছায়ের সর্ব্বদা বাসো
ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সহ স্থিতিঃ ॥

(সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহঃ)

† ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

(ভাগবত ১১।২৬।২৬)

‡ সঙ্গৎ করিয়ে সাধুকি, অন্ত করে নিবাহ।
শাকট্ সঙ্গ না কিজিয়ে, অন্ত হোয় বিনাহ ॥

৪৯০। জল দুধ একেসঙ্গে রাখলে। মিশে যায়। ধর্ম্মপিপাসু নবীন সাধক, সংসারে সকল রকম লোকের সঙ্গে মিশলে, কামিনী-কাঞ্চনের সংস্পর্শে থাকলে, আপনার ধর্ম্মভাবটি হারিয়ে ফেলে। আর তার সেই বিশ্বাস, ভক্তি, উৎসাহ, এ সব যে কোথায় চলে যায়, তার কিছু ঠিক ঠিকানা থাকে না। সাধন অবস্থায় সংসারীর সঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চনের সঙ্গ, একেবারে ত্যাগ করবে। *

হস্তি চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুনকে দুর্ভাব নহি, যঁও নিন্দে সংসার॥
(তুলসীদাস)

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদো
ভবন্তি হৃৎ কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাগবত ৩।২৫।২২)।

* Keep company with the humble and plain ones, with the devout and virtuous; and confer with them of those things that

৪৯১। সাধুসঙ্গ করা খুব ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে, সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়।

৪৯২। সব জল নারায়ণ, কিন্তু কোন জলে মুখ ধোয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা চলে, আর কোনও জল খাওয়া ও দেবসেবায় চলতে পারে। মানুষও সেই রকম ভিন্ন ভিন্ন থাকের আছে ; কোনও মানুষের সঙ্গে মিশতে পার, কারও সঙ্গে মেশা উচিত নয়।

৪৯৩। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা দরকার, তাঁরা যেমন যেমন বলে দেন, সেই রকম করতে হয়। শুধু শুনলেই কাজ হয় না। *

৪৯৪। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে, লোকে সাধুসঙ্গ আপনিই খুঁজে লয়।

---

may edify. Be not familiar with any woman * * Desire to be familiar with God alone * * and avoid the aaquaintance of men. (Imit. of Chirst)

* বিন্ সতসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিন মোহনভাগ।
মোহ গয়ে বিধু রামপদহে হৈন দৃঢ় অনুরাগ॥
(তুলসীদাস)

৪৯৫। যেরূপ সঙ্গে থাকবে, সেই রকম স্বভাব হয়ে যাবে; আবার যার যেমন স্বভাব, সে তেমনি সঙ্গই খোঁজে।

৪৯৬। সকল মানুষের দেহ এক জিনিসে গড়া বটে, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা অনুসারে তাদের মধ্যে ভাল মন্দ—সাধু অসাধু হয়ে থাকে।

৪৯৭। চালধোয়ানি জল খাওয়ালে, মদের নেশা কেটে যায়। সংসার-মদমত্ত জীবের নেশা একমাত্র সাধুসঙ্গেতেই কাটে।

৪৯৮। উননের উপরে ভিজে কাঠ রাখলে আঁচ লেগে লেগে ক্রমে সে কাঠ শুকিয়ে যায়। সংসারী-লোক যদি সাধুসঙ্গ করে, তা হলে ক্রমে তাদের কামিনীকাঞ্চন-রস শুকিয়ে যায়, অন্তরে বিবেক-আগুন জ্বলে উঠে। *

---

* "ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"

৪৯৯। ঝিকুনে-কাটি দিয়ে মাঝে মাঝে, আগুন নেড়ে দিতে হয়, তাতে নেবো নেবো আগুন আবার জ্বলে ওঠে ; সাধুসঙ্গ সেইরূপ দুর্ব্বল হৃদয়কে সতেজ করে।

৫০০। কামারশালের আগুন মাঝে মাঝে জাঁতা টেনে তাইয়ে রাখতে হয়, তা না করলে নিবে যায় ; সাধুসঙ্গ ঐ জাঁতা টানার ন্যায় ; যদি মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ কর, ভিতরে ধর্ম্মভাব জেগে থাকবে, তা না করলে নিবে যাবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী।

—:*:—

সেবক—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার প্রণীত—

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা (প্রথম খণ্ড)	...	॥৵
২।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা (দ্বিতীয় খণ্ড)	...	॥০
৩।	পূজার ফুল (সুললিত ধর্ম্মপ্রবন্ধ)	..	॥০
৪।	রামকৃষ্ণ-লীলাসার (জীবন-চরিত)	..	।০
৫।	অষ্টকালীন পদাবলী (ভাবচিত্র)	...	।০
৬।	রামকৃষ্ণ-নিত্যকর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতি	...	৵০
৭।	রামকৃষ্ণ-উক্তিশতক ...	..	৴০

পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার।

টাকবিয়া গ্রাম ও পোঃ, ২৪পরগণা।

———